~~बि.रि. १०८२.~~

बौद्ध·ग्रं ५०१

की ९।३८ द ५०१

पुस्तकालय
1139 / Acc. 1138

बौद्ध · क्र · ५०९

বৌদ্ধ নীতি-মালা।

(বৌদ্ধ নীতি-মালা)

শ্রীমৎ জিনবংশ ভিক্ষু।

সাধারণ মূল্য ।৵০ আনা।

বৌদ্ধ মিশনের সাহায্য দাতা

ও

সঙ্ঘশক্তির গ্রাহকগণের জন্য ।০ আনা মাত্র।

বৌদ্ধ মিশন প্রেসে মুদ্রিত।

নিম্নোক্ত গ্রন্থ সমূহ

বিক্রয়ার্থ মজুত আছে

১।	ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ (টীকা অর্থকথা সমেত)	২৲
২।	দান মঞ্জরী (দশ পল্লবে শোভিত)	১৲
৩।	প্রবাস সুহৃদ	✓০
৪।	গৃহী-নীতি	৵০
৫।	বৌদ্ধ নীতি মালা	৷৵০

হেড্ অফিসের ঠিকানা—

ম্যানেজার বৌদ্ধ মিশন, ১৫৮ নং অপার ফেয়ার ষ্ট্রীট,

কান্দমে, রেঙ্গুন।

ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা—

শ্রীমৎ ধর্ম্মতিলক ভিক্ষু, বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহার,

হপ্ কিন্‌সন্ রোড, আকিয়াব।

শ্রীমৎ শীলালঙ্কার ভিক্ষু,

ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, ১ নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

বৌদ্ধ নীতি-মালা

বৌদ্ধ-মিশন কর্ম্মী
শ্রীমৎ জিনবংশ ভিক্ষু কর্ত্তৃক সংগৃহীত

বৌদ্ধ মিশনের অর্থানুকূল্যে
প্রকাশিত

(প্রথম সংস্করণ)

২৪৭৪ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ।

সাধারণ মূল্য ॥৵০ আনা
বৌদ্ধ মিশনের সাহায্য দাতা
ও
সভ্য শক্তির গ্রাহকের জন্য ॥০ আনা মাত্র।

নিবেদন

বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠান কল্পে শিক্ষাসার, হস্তসার, গৃহী-কর্ত্তব্য, ধর্ম্মসংহিতা ও রত্নমালা প্রভৃতি এই কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ঐ সমস্ত পুস্তক দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ বিস্তৃত নাতি বিস্তৃত গ্রন্থ সমূহে বিবিধ বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই বড়ুয়া বৌদ্ধগণ ঐ গ্রন্থ, সমূহ হইতে কয়েকটি মাত্র বিষয় গ্রহণ করিয়া আপন প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাই আমরা এই বৌদ্ধ নীতি-মালা গ্রন্থে ঐ গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়া কতকগুলি নূতন বিষয়েরও সংযোগ করিয়াছি। যাহা ভিক্ষু গৃহীদের আশু প্রয়োজন, যাহা ব্যতীত নিত্য কর্ম্ম চলে না তাহাই সংগ্রহ করিয়া নৈতিক বিষয়ের একটি মালা গাঁথা হইয়াছে মাত্র। ভগবান মহাউপাসিকা বিশাখাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে—

য়থাপি পুপ্ফরাসিম্হা কয়িরা মালাগুণে বহু,
এবং জাতেন মচ্চেন কত্তব্বং কুসলং বহুং।

বিবিধ পুষ্পযোগে যেমন একটি মালা গাঁথা যায়, তেমন মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলে বহু কুশল কর্ম্ম করিয়া একটা পুণ্যের মালা গাঁথিতে হইবে;

তাই আমরা বড়ুয়া বৌদ্ধগণের উপযোগী কতকগুলি ধর্ম্ম পুষ্প নানা ধর্ম্ম-গ্রন্থ বৃক্ষ হইতে চয়ন করিয়া একটি নীতি মালা গাঁথিয়াছি। মুক্তি-কামী সকলেই এই বৌদ্ধ জনোচিত নীতি-মালা ধারন করিয়া নির্ব্বাণ পথে অগ্রসর হউন। ইহাই আমাদের অনুরোধ।

"স্থবির" ধর্ম্মদূত বিহার
১৯৩০ ইং, ৮ই মে, রেঙ্গুন।

এই বৌদ্ধ নীতি-মালাখানি ধনী—দরিদ্র নির্ব্বিশেষে যাহাতে অল্প মূল্যে গ্রহণ করিতে পারে সেই সুযোগ মিশন সকলকে দিতেছে। আমরা সকল বঙ্গীয় বৌদ্ধগণকে ইহার এক এক কপি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি;

ম্যানেজার, বৌদ্ধ মিশন।

সূচী-পত্র

বন্দনা-পরিচ্ছেদ

বিষয়	পৃষ্ঠা
বন্দনার প্রয়োজনীয়তা	১
বুদ্ধ বন্দনা	২
বুদ্ধের নয়গুণ বন্দনা	৩
অষ্ট বিংশতি বুদ্ধ সমীপে সুখ ও রক্ষা প্রার্থনা	৪
ধর্ম্ম বন্দনা	৫
সঙ্ঘ বন্দনা	৬
বন্দনা ও প্রার্থনা	৭
ত্রিচৈত্য বন্দনা	৮
দন্ত ধাতু বন্দনা	৯
বুদ্ধ পদ চিহ্ন বন্দনা	৯
বোধি বন্দনা	৯
ত্রিরত্ন ও ধাতু বন্দনা	১০
প্রার্থনা	১০
বুদ্ধ বর্ষ গণনা	১৩
বুদ্ধ বর্ষের নাম	১৫
মৈত্রী ভাবনা	১৫

পূজা-পরিচ্ছেদ

পূজা ও প্রার্থনা	১৭
পুষ্প পূজা	১৮
সুগন্ধ পূজা	১৯

প্রদীপ পূজা	১৯
আহার পূজা	১৯
ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা	২০
পুরুষত্ব প্রার্থনা	২০
সঙ্ঘ পূজা	২০
সৎসঙ্গ কামনা	২০
কঠিন চীবর পূজা	২১
বিহার পূজা	২১
বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা	২১
উৎসর্গ	২১

দান-পরিচ্ছেদ

সৎপুরুষ দান সূত্র	২৩
দাতার পঞ্চ লাভ	২৫
অন্ন ও পর্ণশালা দানের ফল	২৫
সপ্তদানে স্রোতাপন্ন	২৬
দানের পাঁচটি ফল	২৬
ঋদ্ধিময় পাত্রচীবর লাভের উপায়	২৭
কর্ম্ম বিভঙ্গ	২৮
ভুক্তানুমোদন	৩১

দীক্ষা-পরিচ্ছেদ

বুদ্ধ শাসনে পুত্র দানের বিধান	৩৫
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা	৩৬
ভিক্ষু হইতে পুনঃ কাষায় বস্ত্র ফেরৎ লওয়া	৩৭
চীবর পরিধানের নিয়ম	৩৭

কর্ম্মস্থান	৩৭
প্রব্রজ্যা শীল প্রার্থনা	৩৮

দেশনা পরিচ্ছেদ

পুনপ্পুন সুত্তং	৪০
দুর্ল্লভ বচন	৪১
বুদ্ধের দোকান	৪৪
চারি প্রকার কর্ম্ম	৪৫
সপ্ত অপরিহানি মূলক ধর্ম্ম	৪৬
উপাসকের দশটি গুণ	৪৭
উপমা	৪৮
চারি প্রকার মানব	৪৯
ত্রিবিধ দান পারমী	৫০
সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম্ম	৫০
দুর্ল্লভ মানব জীবন	৫১
ভোগ সম্পত্তি পরিহীনের হেতু	৫১

সূত্র পরিচ্ছেদ

পরিত্রাণ প্রার্থনা	৫২
সাধারণ ভাবে দেবতা আমন্ত্রণ	৫২
বিশেষ দেবতা আমন্ত্রণ	৫২
দেবতাদিগকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা	৫৩
বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা	৫৩
মহামঙ্গল সুত্তং	৫৫

রতন-সুত্তং	৫৯
করণীয়মেত্ত সুত্তং	৬৬
মহাকস্সপথের বোজ্ঝঙ্গং	৬৯

শীল পরিচ্ছেদ

পঞ্চশীল প্রার্থনা	৭২
পঞ্চশীল	৭৩
অষ্টশীল অধিষ্ঠান	৭৩
অষ্টশীল প্রার্থনা	৭৩
অষ্টশীল	৭৩
দশশীল প্রার্থনা	৭৪
দশশীল	৭৪

অশুদ্ধি-শোধন।

৭, ২০ নিব্বান; ১০, ১৯ 'আছে' হইবে না; ২৪, ৩ দিয়া; ২৬, ১০ সলাক; ২৭, ৪ ব্যাপ্ত; ২৮, ১৮ পুণ্য না করিয়া; ২৩ নিতে; ৩২ ২১ পব্বজ্জা; ৩৭, ১৫ উণহস্স, ৬২, ১৪ ভবস্মিং, ৬৯, ১ উর্দ্ধে, ১২ মহাকস্সপথের।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

বৌদ্ধ নীতি-মালা

বন্দনা পরিচ্ছেদ

বন্দনার প্রয়োজনীয়তা

নির্ব্বাণ-পথ প্রদর্শক মহাপুরুষগণ দেব-মানবের পূজনীয়। পূজনীয় ব্যক্তির পূজা-বন্দনা নির্ব্বাণ পথের সম্বল। যাঁহাদের নির্ব্বাণ লাভ করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের পূজা-বন্দনার প্রয়োজনও আছে। মহাপুরুষ সকলের কল্যাণ মিত্র। কল্যাণ মিত্রের সেবা-পূজা-বন্দনা ব্যতীত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই বিশুদ্ধজ্ঞানী বুদ্ধ বলিয়াছেন:—

একধম্মো ভিক্খবে ভাবিতো বহুলীকতো ১ একন্ত নিব্বিদায়, ২বিরাগায়, ৩ নিরোধায়, ৪ উপসমায়, ৫ অভিঞ্ঞায়, ৬ সম্বোধায়, ৭ নিব্বাণায় সংবত্ততি। কতমো একধম্মো? বুদ্ধানুস্সতি—ধম্মানুস্সতি—সঙ্ঘানুস্সতি।

ভিক্ষুগণ, এমন একটি ধর্ম্ম আছে, যাহাকে পুনঃপুনঃ ভাবনা করিলে ৭টি ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা:—

(১) **একন্ত নিব্বিদায়**:—নিশ্চয়ই সংসারের প্রতি উৎকণ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) **বিরাগায়**:—কামতৃষ্ণাদি দূরীভূত হইয়া থাকে।

(৩) **নিরোধায়**:—কামতৃষ্ণাদি এমন ভাবে নিরোধ হয় যে, আর

সংসারের পাকে পড়িতে হয় না।

(৪) উপসমায় :—বস্তুর প্রতি যে স্নেহ, কামের প্রতি যে আসক্তি, তাহা উপশম হইয়া যায়।

(৫) অভিঞ্ঞায় :—অনিত্য-জ্ঞান দুঃখ-জ্ঞান ও অনাত্ম-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৬) সম্বোধায় :—চারি আর্য্যসত্য সম্পূর্ণ বোধগম্য হয়।

(৭) নিব্বানায় :—অবশেষে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে।

এই ৭টি ফল কিরূপে লাভ হয় ?

একমাত্র বুদ্ধ-গুণ ধর্ম্ম-গুণ ও সঙ্ঘ-গুণ ভাবনায়।

যাহারা বুদ্ধ বন্দনার-সময়ে বুদ্ধের ৯টি গুণের অর্থ ভালমতে স্মরণ করিয়া বুদ্ধ-গুণ চিন্তা করত বন্দনা করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত ৭টি ফল তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন।

বুদ্ধ-বন্দনা।

১। ইতিপি সো ভগবা—অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জা-চরণ-সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদূ, অনুত্তরো, পুরিস-দম্ম-সারথী, সত্থা-দেব-মনুস্সানং, বুদ্ধো, ভগবা'তি।

২। বুদ্ধং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। য়ে চ বুদ্ধা অতীতা চ, য়ে চ বুদ্ধা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ য়ে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদ-পংসু-বরুত্তমং,
বুদ্ধে য়ো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মমং।

১। ইনি এই এই কারণে অরহত, সম্যক্-সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সদাচরণ-সম্পন্ন, উত্তম-পথে-গত, সর্ব্ব-লোক-বিষয়ে অভিজ্ঞ, দুর্দ্দান্ত পুরুষদের দমনকারী

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারথী, দেব-মানবগণের গুরু, বুদ্ধ ও ভগবান।

২। আমি যাবজ্জীবনের জন্য সেই বুদ্ধের শরণ লইতেছি।

৩। যেই বুদ্ধগণ অতীত হইয়াছেন, যেই বুদ্ধগণ ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, ও যেই বুদ্ধের শাসন বর্ত্তমানে চলিতেছে, সেই বুদ্ধগণকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।

৪। বুদ্ধের শরণ ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ বা আশ্রয় নাই। বুদ্ধই আমার একমাত্র আশ্রয়। এই সত্যবাক্য-প্রভাবে আমার জয়মঙ্গল হউক।

৫। সেই পাপমল বিহীন সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের উত্তম পদ-রজঃ মস্তকে লইয়া আমি তাঁহাকে বন্দনা করিতেছি। বুদ্ধের প্রতি আমি অজ্ঞানতা বশতঃ যেই পাপ করিয়াছি, বুদ্ধ তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনা।

অরহং অরহোতি নামেন অরহং পাপং ন কারয়ে,
অরহত্তফলং পত্তো, অরহং নাম তে নমো।
সম্মা সম্বুদ্ধ ঞাণেন সম্মা সম্বুদ্ধ দেসনা,
সম্মা সম্বুদ্ধ লোকস্মিং সম্মা সম্বুদ্ধ তে নমো।
বিজ্জা-চরণ-সম্পন্নো তস্স বিজ্জা পকাসিতা,
অতীতা নাগতুপ্পন্নো বিজ্জা-চরণ তে নমো।
সুগতো সুগতত্তানং সুগতো সুন্দরং পি'চ,
নিব্বাণং সুগতিং য়ন্তি সুগতো নাম তে নমো।
লোক বিদূতি নামেন অতীতানা গতে বিদূ,
সংসার-সত্ত-মোকাসে লোক বিদূ নাম তে নমো।
অনুত্তরো ঞাণসীলেন য়ো লোকস্স অনুত্তরো,
অনুত্তরো পূজ লোকস্মিং তং নমস্সামি অনুত্তরো।

সারথী সারথী দেবা য়ো লোকস্স সুসারথী,
সারথী পূজ লোকস্মিং তং নমস্সামি সারথী।
দেব য়ক্খ মনুস্সানং লোকে অগ্গ-ফলং দদং,
দদন্তং দময়ন্তানং পুরিসাজঞ্ঞ তে নমো।
ভগবা ভগবা য়ুত্তো ভগ্গং কিলেস বা হতো,
ভগ্গং সংসারমুত্তারো ভগবা নাম তে নমো।

২৪. অষ্টবিংশতি বুদ্ধ সমীপে সুখ ও রক্ষা প্রার্থনা।

তণ্হঙ্করো মহাবীরো মেধঙ্করো মহায়সো,
সরণঙ্করো লোকহিতো দীপঙ্করো জুতিন্ধরো।
কোণ্ডঞ্ঞো জনপামোক্খো মঙ্গলো পুরিসাসভো
সুমনো সুমনো ধীরো রেবতো রতিবদ্ধনো।
সোভিতো গুণসম্পন্নো অনোমদস্সী জনুত্তমো,
পদুমো লোকপজ্জোতো নারদো বরসারথী। 12
পদুমুত্তরো সত্তসারো সুমেধো অগ্গ-পুগ্গলো,
সুজাতো সব্বলোকগ্গো পিয়দস্সী নরাসভো।
অত্থদস্সী কারুণিকো ধম্মদস্সী তমোনুদো,
সিদ্ধত্থো অসমো লোকে তিস্সো বরদসংবরো।
9 ফুস্সো বরদসম্বুদ্ধো বিপস্সী চ অনূপমো,
সিখী সব্ব-হিতো সত্থা বেস্সভূ সুখদায়কো।
ককুসন্ধো সত্থবাহো কোনাগমনো রণঞ্জহো,
কস্সপো সিরিসম্পন্নো গোতমো সক্যপুঙ্গবো। 7~16~28
তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি-মেত্ত-বলেন চ,
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

মহা বীর্য্যশালী তণহঙ্কর, মহা যশস্বী মেধঙ্কর, ত্রিলোক হিতকারী সরণঙ্কর, জ্যোতিঃধারী দীপঙ্কর, সর্ব্বজন শ্রেষ্ঠ কোণ্ডঞ্ঞ, পুরুষ শ্রেষ্ঠ মঙ্গল, সুন্দর মন সম্পন্ন ধীর সুমন, রতিবর্দ্ধন রেবত, নানা গুণে বিভূষিত সোভিত, সর্ব্ব জনোত্তম অনোমদর্শী, সর্ব্ব জগত প্রদ্যোত কারী পদুম, শ্রেষ্ঠ সারথী নারদ, সত্বসার পদুমুত্তর, অগ্রপুদ্গল সুমেধ, সর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ সুজাত, নরার্ষভ পিয়দস্সী, কারুণিক অত্থদস্সী, অন্ধকার বিনোদন কারী ধম্মদস্সী, অতুলনীয় সিদ্ধত্থ, বরদ সংযমশীল তিস্স, বর দায়ক ফুস্স সম্বুদ্ধ, অনুপম বিপস্সী, সর্ব্বহিতকারী শাস্তা শিখী, সুখদায়ক বেস্সভূ, স্বার্থবাহ ককুসন্ধ, পাপত্যাগী কোনগমন, শ্রীসম্পন্ন কস্সপ ও শাক্য পুঙ্গব গৌতম বুদ্ধ, এই ২৮ জন বুদ্ধগণের সত্য, শীল ক্ষান্তি ও মৈত্রী বলে তাঁহারা আমাকে আরোগ্য ও সুখে রক্ষা করুন।

ধর্ম্ম-বন্দনা।

১। স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী' তি।

২। ধম্মং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। য়ে চ ধম্মা অতীতা চ, য়ে চ ধম্মা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ য়ে ধম্মা, অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং ধম্মঞ্চ দুবিধং বরং,
ধম্মে য়ো খলিতো দোসো ধম্মো খমতু তং মমং।

১। ভগবান কর্ত্তৃক সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম স্বয়ং প্রত্যক্ষ করণীয়, কালাকাল বিরহিত, আহ্বানেয়, বুদ্ধের উপনায়ক সদৃশ, বিজ্ঞগণদ্বারা নিজে জ্ঞাতব্য।

২। আমি যাবজ্জীবনের জন্য সেই ধর্ম্মের শরণ লইতেছি।

৩। যেই ধর্ম্ম সমূহ অতীত হইয়াছে, যেই ধর্ম্ম সমূহ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে ও যেই ধর্ম্ম সমূহ বর্ত্তমানে আছে, আমি সেই ৮৪ হাজার ধর্ম্ম সমূহকে সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।

৪। আমার অন্য কোন শরণ নাই। একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মই আমার শরণ। এই সত্যবাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হউক।

৫। আমি ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি। হে ধর্ম্ম! আমি অজ্ঞানতা বশতঃ যাহা কিছু পাপ করিয়াছি, তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

সঙ্ঘ-বন্দনা।

১। সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, য়দিদং চত্তারি পুরিসয়ুগানি অট্ঠপুরিসপুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো — আহুণেয়্যো, পাহুণেয়্যো, দক্খিণেয়্যো, অঞ্জলি করণীয়্যো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি।

২। সঙ্ঘং জীবিত-পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

৩। য়ে চ সঙ্ঘা অতীতা চ, য়ে চ সঙ্ঘা অনাগতা,
পচ্চুপ্পন্না চ য়ে সঙ্ঘা, অহং বন্দামি সব্বদা।

৪। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, সঙ্ঘো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চেবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

৫। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং সঙ্ঘঞ্চ দুবিধুত্তমং,
সঙ্ঘে য়ো খলিতো দোসো সঙ্ঘো খমতু তং মমং।

১। ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ উত্তম পথ প্রাপ্ত, সোজা পথ প্রাপ্ত, ন্যায়

পথ প্রাপ্ত, উপযুক্ত পথ প্রাপ্ত। সেই শ্রাবক সঙ্ঘ আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা— স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত। প্রত্যেক ভাগ আবার মার্গ ও ফল ভেদে আট প্রকার। ভগবানের শিষ্যগণ এই আট প্রকার পুদ্গল। তাঁহার শ্রাবক সঙ্ঘ, চীবর পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ঔষধাদির আহুতি লাভের উপযুক্ত পাত্র, অভ্যাগতের ন্যায় আহার লাভের উপযোগী, দক্ষিণা লাভের উপযোগী, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া নমস্কারের উপযোগী এবং তাঁহারাই জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

২। আমি যাবজ্জীবনের জন্য সেই সঙ্ঘের শরণ লইতেছি।

৩। যেই সঙ্ঘ অতীত হইয়াছেন, যেই সঙ্ঘ অনাগতে উৎপন্ন হইবেন ও যেই সঙ্ঘ বর্ত্তমানে আছেন. আমি সর্ব্বদা সেই সঙ্ঘকে বন্দনা করিতেছি।

৪। সঙ্ঘ ভিন্ন আমার অন্য কোন শরণ নাই। সঙ্ঘই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্য বাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হউক।

৫। আমি দ্বিবিধ সঙ্ঘকে বন্দনা করিতেছি। অজ্ঞানতা বশতঃ যাহা কিছু দোষ করিয়াছি, সঙ্ঘ তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

বন্দনা ও প্রার্থনা।

[ত্রিরত্ন বন্দনা, নির্ব্বাণ কামনা, চৈত্য, আচার্য্য ও উপাধ্যায় বন্দনা গাথা।]

১। বুদ্ধধম্মা চ পচ্চেক বুদ্ধসঙ্ঘা চ সামিকা,
দাসো'ব হস্মিমেতেসং গুণং ঠাতু সিরে সদা।

২। তিসরণং তিলক্খনূপেক্খং নিব্বাণমন্তিমং,
সুবন্দে সিরিসা নিচ্চং লভামি তিবিধামহং।

৩। তিসরণং সিরে ঠাতু সিরে ঠাতু তিলক্খণং,
উপেক্খা চ সিরে ঠাতু নিব্‌বাণং ঠাতু মে সিরে।

৪। বুদ্ধে সকরুণে বন্দে ধম্মে পচ্চেক সম্বুদ্ধে,

সঙ্ঘে চ সিরসা য়েব তিধা নিচ্চং নমাম্যহং।

৫। নমামি সত্থুনোবাদপ্পমাদবচনন্তিমং,
সব্বেপি চেতিয়ে বন্দে উপজ্ঝাচরিয়ে মমং;
মযহং পণাম তেজেন চিত্তং পাপেহি মুঞ্চতং।

১। সম্যক্ সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ সমূহ আমার স্বামী বা প্রভুর ন্যায়। আমি তাঁহাদের দাস; সর্ব্বদা তাঁহাদের অমিত গুণরাজি আমার মস্তকে স্থিত হউক।

২। আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিশরণ, অনিত্য দুঃখ ও অনাত্মা এই ত্রিলক্ষণ উপেক্ষা ও অন্তিম নির্ব্বাণকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি। এই বন্দনার ফলে আমি সেই ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ ও নির্ব্বাণকে লাভ করিব।

৩। উক্ত ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ, উপেক্ষা ও নির্ব্বাণ আমার মস্তকে স্থিত হউক।

৪। মহা কারুণিক বুদ্ধদিগকে, পচ্চেক বুদ্ধদিগকে, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম-সমূহ ও সংঘকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি। পুনঃ কায়-মন-বাক্যদ্বারা নিত্য প্রণাম করিতেছি।

৫। আমি ভগবানের নির্ব্বাণ-প্রদ, প্রমাদ রহিত, অন্তিম পথ প্রদর্শক উপদেশাবলীকে নমস্কার করিতেছি। সমস্ত চৈত্য, উপাধ্যায় ও আচার্য্যদিগকে বন্দনা করিতেছি। আমার এই প্রণাম প্রভাবে চিত্ত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করুক।

ত্রিচৈত্য-বন্দনা।

[ভগবানের শারীরিক, পারিভোগিক
ও উদ্দেশিকচৈত্য বন্দনা।]

বন্দামি চেতিয়ং সব্বং সব্বট্ঠানেসু পতিট্ঠিতং,
সারীরিকধাতুং মহাবোধিং বুদ্ধরূপং সকলং সদা।

আমি সর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত চৈত্য সমূহকে বন্দনা করিতেছি। বুদ্ধের শারীরিক ধাতু, মহাবোধি ও সমস্ত বুদ্ধ রূপকে সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।

দন্ত ধাতু-বন্দনা।

একদাঠা তিদস পুরে একা নাগ পুরে অহু,
একা গন্ধার বিসয়ে একাসি পুন সীহলে।
চতস্সো তা মহাদাঠা নিব্বাণ রস দীপিকা,
পূজিতা নরদেবেহি তা পি বন্দামি ধাতুয়ো।

ভগবান বুদ্ধের একটি দন্ত "তাবতিংস" স্বর্গে, একটি নাগলোকে, একটি গন্ধার দেশে, আর একটি সিংহলে আছে। নির্ব্বাণ রস প্রদায়ক, নরদেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত সেই চারি মহা দন্তধাতুকে বন্দনা করিতেছি।

বুদ্ধপদচিহ্ন বন্দনা।

য়ন্নমদায় নদিয়া পুলিনে চ তীরে,
য়ং সচ্চবদ্ধ গিরিকে সুমনাচলগ্গে;
য়ং তথ য়োনকপুরে মুনিনো চ পাদং,
তং পাদ লঞ্ছনবরং সিরসা নমামি।

নর্ম্মদা তীরে, সত্যবদ্ধ গিরিতে সুমন পর্ব্বতাগ্রে, ও যোনক পুরে শাক্যমুনি বুদ্ধের যেই পদ চিহ্ন চতুষ্টয় স্থাপিত আছে, আমি সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ-চিহ্নকে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

বোধি-বন্দনা।

ইন্দনীল-বন্নপত্ত-সেতখন্ধভাসুরং,
সত্থুনেত্তপঙ্কজাভিপূজিতপ্পসাতদং;
অগ্গবোধিনাম বামদেবরুক্খবন্নিতং;
তংবিসালবোধিপাদপং নমামি সব্বদা।

যস্সমূলে নিসিন্নোব সব্বারি বিজয়ং অকা,
পত্তো সব্বঞ্ঞুতং সথা বন্দে তং বোধিপাদপং।
ইমেহেতে মহাবোধি লোকনাথেন পূজিতা,
অহম্পি তে নমস্সামি বোধিরাজা নমত্থু তে॥

ইন্দ্রনীলমণি বর্ণ যাঁহার পাতা, উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ যাঁহার কাণ্ড, যিনি শাস্তার চক্ষুরূপ পদ্মের দ্বারা অভিপূজিত হইয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ বোধি "বামদেব" বৃক্ষ নামে বর্ণিত, সেই বিশাল বোধিবৃক্ষকে আমি সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।

যাঁহার মূলে বসিয়া শাস্তা সকল শত্রু জয় করিয়াছিলেন ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করিতেছি।

এই সকল মহাবোধি লোকনাথ বুদ্ধ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন। আমিও তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি। হে বোধিরাজ! আপনাকে আমার নমস্কার হউক।

ত্রিরত্ন ও ধাতু-বন্দনা।

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সঙ্ঘং সুগত-তনুভবং ধাতুয়ো ধাতুগব্ভে,
লঙ্কায়ং জম্বুদ্বীপে তিদসপুরবরে নাগলোকে চ থূপে;
সব্বে বুদ্ধস্স বিম্বে সকল দসদিসে কেস লোমাদি ধাতুং,
বন্দে সব্বে পি বুদ্ধং দসবলতনুজং বোধিচৈত্যং নমামি।

আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকে নমস্কার করিতেছি। লঙ্কায়, জম্বুদ্বীপে, তাবতিংস দেবলোকে ও নাগলোকে ধাতুচৈত্যের মধ্যে সুগতের দেহজাত ধাতু সমূহকে, দশদিকের সমস্ত বুদ্ধবিম্ব ও কেশ লোমাদি ধাতু সমূহকে বন্দনা করিতেছি।

প্রার্থনা।

১। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, য়ো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো।
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু॥
যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, য়ো চা'মনাপো সকুণস্স সদ্দো।

পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, ধম্মানুভাবেন বিনাসমেন্তু॥
য়ং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, য়ো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো।
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, সঙ্ঘানুভাবেন বিনাসমেন্তু॥

২। দুক্খপ্পত্তা চ নিদ্দুক্খা, ভয়প্পত্তা চ নিব্ভয়া।
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকা হোন্তু সব্বে পি পাণিনো॥

৩। ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন উপজ্ঝায়া গুণুত্তরা,
আচরিয়োপকারা চ মাতা পিতা পিয়া মম,

সুরিয়ো চন্দিমা রাজা গুণবন্তা নরা পি চ,
ব্রহ্মা মারা চ ইন্দা চ লোকপালা চ দেবতা,

য়মো মিত্তা মনুস্সা চ মজ্ঝত্তা বেরিকা পি চ,
সব্বেসত্তা সুখী হোন্তু পুঞ্ঞানি পকতানি মে,
সুখঞ্চ তিবিধং দেন্তু খিপ্পং পাপেথ বোমতং।

৪। ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন ইমিনা উদ্দেসেন চ,
খিপ্পাহং সুলভে চে ব তণহুপাদান ছেদনং
য়ে সন্তানে হীনধম্মা; য়াব নিব্বাণতো মম,
নস্সন্তুপদ্দবা সব্বে য়ত্থ জাতো ভবে ভবে।
উজুচিত্তো সতিপঞ্ঞো সল্লেখো বিরিয়বা'মিনা,
মারা লভন্তু নোকাসং কাতুঞ্চ বিরিয়ে তু মে।

৫। বুদ্ধাদি পবরো নাথো ধম্মো নাথো বরুত্তমো,
নাথো পচ্চেক সম্বুদ্ধো সঙ্ঘো নাথোত্তরো মম;
তেজোত্তমানু ভাবেন মারোকাসং লভন্তু মা।

৬। ভবগ্গুপাদায় অবীচি হেট্ঠতো হেট্ঠন্তরে
সত্তকায়ুপ্পন্না রূপী অরূপী অসঞ্ঞী সঞ্ঞিনো
সব্ব দুক্খা পমুঞ্চন্তু ফুসন্তু নিব্বুতিং।

৭। দেবো বস্সতু কালেন সস্স সম্পত্তি হোতু চ,
ফীতো ভবতু লোকো চ রাজা ভবতু ধম্মিকো।

৮। আকাসট্‌ঠা চ ভুম্মট্‌ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং।

আকাসট্‌ঠা চ ভুম্মট্‌ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু দেসনং।

আকাসট্‌ঠা চ ভুম্মট্‌ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু মং পরং।

১। যাহা কিছু কুনিমিত্ত, অমঙ্গল. অশ্রাব্য পক্ষী-শব্দ, পাপগ্রহ, ও অপ্রিয় দুঃস্বপ্ন সে সকল বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের প্রভাবে বিনষ্ট হউক।

২। সকল দুঃখিত প্রাণী দুঃখহীন হউক, ভীত প্রাণী ভয়হীন হউক ও শোকার্ত্ত প্রাণী শোকহীন হউক।

৩। আমি যেই পুণ্য করিয়াছি, সেই পুণ্যের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পন্ন উপাধ্যায় আচার্য্য, উপকারী মাতাপিতা, প্রিয় বন্ধু বান্ধব, চন্দ্র-সূর্য্য, রাজা, গুণবান ব্যক্তি, ব্রহ্মা, মার, ইন্দ্র, লোকপাল দেব, যম, মিত্র, মনুষ্য, মধ্যস্থ ও শত্রু সকল জীবই সুখী হউক। তাহারা আমাকে মনুষ্য, দেব ও ব্রহ্ম সুখ প্রদান করুক এবং শীঘ্রই আমার অমৃত [নির্ব্বাণ] লাভে সহায় হউক।

৪। এই পুণ্যকর্ম্ম এবং সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রভাবে শীঘ্র নীবরণ তৃষ্ণা উপাদানাদি আমার মধ্যে যাহা হীন ধর্ম্ম আছে সেগুলি উচ্ছিন্ন হউক। ভবে ভবে যেখানে জন্মগ্রহণ করি না কেন, নির্ব্বাণ লাভ না করা পর্য্যন্ত আমার যেন সমস্ত উপদ্রব বিনষ্ট হয়। আমি যেন ঋজু চিত্ত, স্মৃতিমান, জ্ঞানবান. নিষ্পাপ ও বীর্য্যবান হই। মার যেন আমার উপর জোর করিতে সুযোগ লাভ না করে।

৫। বুদ্ধাদি আমার শ্রেষ্ঠ নাথ, ধর্ম্ম আমার অত্যুত্তম নাথ। পচ্চেক-সম্বুদ্ধ আমার নাথ। সঙ্ঘ আমার উত্তরিতর নাথ। তাঁহাদের উত্তম তেজ

প্রভাবে মার আমার অনিষ্ট করিতে সুযোগ লাভ না করুক।

৬। ভবাগ্র হইতে অবীচি পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে রূপ, অরূপ, সংজ্ঞ ও অসংজ্ঞ লোকে যত প্রাণী আছে সকলেই দুঃখ হইতে মুক্ত হউক ও নির্ব্বাণ লাভ করুক।

৭। যথাসময়ে মেঘ বর্ষণ করুক, শস্য সম্পদে ধরণী পরিপূর্ণ হউক। সর্ব্ববিষয়ে জগত সমৃদ্ধ হউক ও রাজগণ ধার্ম্মিক হউক।

৮। মহা-ঋদ্ধি সম্পন্ন আকাশবাসী ও ভূমিবাসী দেব-নাগগণ সেই পুণ্য অনুমোদন করিয়া চিরকাল লোক শাসন ও বুদ্ধ শাসন, প্রজ্ঞাপ্তি ও দেশনা ধর্ম্ম এবং আমাকে ও অপর সত্বাকে দুঃখাদি উপদ্রব হইতে রক্ষা করুক।

বুদ্ধবর্ষ গণনা।

অমহাকং খো পন ভগবা দীপঙ্কর-পাদমূলতো পট্ঠায়, পঠমং দানপারমী, দুতিয়ং সীলপারমী, ততিয়ং নেক্খম্মপারমী, চতুত্থং পঞ্ঞাপারমী, পঞ্চমং বিরিয়পারমী, ছট্ঠমং খন্তিপারমী, সত্তমং সচ্চপারমী, অট্ঠমং অধিট্ঠানপারমী, নবমং মেত্তাপারমী, দসমং উপেক্খাপারমী'তি দসপারমিয়ো, দস উপপারমিয়ো, দস পরমত্থ-পারমিয়ো'তি সমতিংস পারমিয়ো পূরেত্বা, বেস্সন্তরত্তভাবে নিব্বত্তিত্বা পঞ্চ মহাপরিচ্চাগে কত্বা, তুসিত পুরে নিব্বত্তিত্বা, চতুমহাদেব রাজূহি। কতা'রাধনং পটিচ্চ, পঞ্চমহাবিলোকনে বিলোকেত্বা, সুদ্ধোধন মহারাজানং নিস্সায়, মহামায়া দেবিয়া কুচ্ছিস্মিং পটি-সন্ধিং গহেত্বা, দসমাস'চ্চয়েন মাতুকুচ্ছিতো নিক্খমিত্বা, একূণতিংস সংবচ্ছরে মহাভিনিক্খমণং নিক্খমিত্বা, ছব্বস্সানি মহাপধানং পদহিত্বা, পঞ্চতিংসতিমে সংবচ্ছরে বেসাখপুণ্ণমায়ং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিত্বা পঞ্চচত্তালীস সংবচ্ছরানি বসিত্বা, সপ্তসংবচ্ছরে বেসাখপুণ্ণমিয়ং ভুম্মবারে পরিনিব্বায়ি।

তস্স খো পন ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স সাসনং পঞ্চ-বস্সসহস্সানি পবত্তিস্সতি।

১ [ইদানি খো পন দ্বেসহস্স চতুসত অট্ঠসট্ঠি সংবচ্ছরানি চেব সত্তমাসানি চ পঞ্চদিবসানি অতিক্কন্তানি। দ্বে সহস্স পঞ্চশত একতিংস সংবচ্ছরানি চেব চত্তারিমাসানি চ পঞ্চবীসতি দিবসানি চ অবসিট্ঠানি। অয়ং বসভ সংবচ্ছরে হেমন্তউতু, অস্মিং উতুম্হি ফুস্সমাসস্স কালপক্খে সত্তমং রবিবারমিদ'ন্তি দট্ঠব্বং]

(এই গণনাটি ১৯২৬ ইংরেজীর ৩রা জানুয়ারী তারিখে লিখিত)

আমাদের ভগবান দীপঙ্করবুদ্ধের পাদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম দানপারমী, দ্বিতীয় শীলপারমী, তৃতীয় নৈষ্ক্রম্যপারমী, চতুর্থ প্রজ্ঞাপারমী, পঞ্চম বীর্য্যপারমী, ষষ্ঠ ক্ষান্তিপারমী, সপ্তম সত্যপারমী, অষ্টম অধিষ্ঠানপারমী, নবম মৈত্রীপারমী, দশম উপেক্ষাপারমী, এই ২ দশবিধ পারমী ৩ দশবিধ উপপারমী ও ৪ দশবিধ পরমার্থপারমী; মোট ৫ ত্রিশ প্রকার পারমী সমূহ পরিপূর্ণ করেন।

তৎপর তিনি বেস্সান্তর জন্মে ৬ পঞ্চ মহাদান দিয়া তুষিত পুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে চতুর্ম্মহাদেবরাজের প্রার্থনায় ৭ পঞ্চমহাদর্শনীয় বিষয় দর্শন করিয়া তিনি শুদ্ধোধন মহারাজের গৃহে মহামায়া দেবীর গর্ভে উৎপন্ন হন। দশ মাস পরে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া উনত্রিংশ বৎসর বয়সে মহাভিষ্ক্রমণ করেন। ষড়বৎসরাবধি কঠোর তপস্যা করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্যক্‌সম্বোধি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জগতে পঁয়তাল্লিশ বৎসরাবধি বাস করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে সর্প সংবৎসরে মঙ্গলবারে পরিনির্ব্বাপিত হন।

১। এই হইতে বন্দনার সময়ে বৎসর, মাস, দিন, ঋতু, পক্ষ, বার যোগ করিয়া বলিতে হইবে।

২। পুত্র, ধন ও রাজ্য দানকে দান পারমী বলে।

৩। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানকে দান উপপারমী বলে।

৪। নিজের জীবন দানকে দান পরমার্থ পারমী বলে।

৫। এক একটি পারমীকে উক্ত দান পারমী দান উপপারমী ও দান পরমার্থ পারমীদ্বারা গুণ করিলে ৩০টি পারমী হয়।

৬। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, রাজ্য ও ধন এই পঞ্চ মহাদান।

৭। কাল, দ্বীপ, দেশ মাতা ও পিতা এই পঞ্চ মহাদর্শন।

সেই অরহত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শাসন পাঁচ হাজার বৎসর পৃথিবীতে থাকিবে। [বর্ত্তমানে পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যে দুইহাজার চারিশত আটষট্টি বৎসর সাত মাস পাঁচ দিন অতীত হইয়াছে। দুইহাজার পাঁচশত একত্রিশ বৎসর চারি মাস পঁচিশ দিন অবশিষ্ট আছে। এখন বৃষভ সংবৎসরের হেমন্ত ঋতু। এই ঋতুতে পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অদ্য সপ্তম দিবস রবিবার বলিয়া দ্রষ্টব্য]

বুদ্ধ বর্ষের নাম।

মুসিকো, উসভো, ব্যাগ্ঘো, সস, নাগ তথাপরে,
সপ্প'অস্'জ কপি, চেব কুক্কুট, সোণসূকরা॥

১। মুষিক, ২। বৃষভ, ৩। ব্যাঘ্র. ৪। শশক, ৫। নাগ, ৬। সর্প, ৭। অশ্ব, ৮। অজ, ৯। কপি, ১০। কুক্কুট, ১১। কুকুর, ১২। শূকর॥

মৈত্রী ভাবনা।

১। অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনিঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি, অহং বিয় ময়হং আচরিয়ুপজ্ঝায়া, মাতা পিতরো, হিতসত্তা, মজ্ঝত্তিকসত্তা, বেরীসত্তা, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খামুঞ্চন্তু, য়থালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা।

২। ইমস্মিং বিহারে, ইমস্মিং গোচর গামে, ইমস্মিং নগরে, ইমস্মিং বঙ্গদেসে, ইমস্মিং জম্বুদ্বীপে, ইমস্মিং চক্কবালে, ইস্সরজনা সীমট্ঠক দেবতা সব্বে সত্তা, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খামুঞ্চন্তু, য়থালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু, কম্মস্সকা।

৩। পুরত্থিমায় দিসায়, দক্খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরত্থিমায় অনুদিসায়, দক্খিনায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনুদিসায়, উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায়,

সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা, সব্বে পুগ্গলা, সব্বে অত্তভাব পরিয়াপন্না, সব্বা ইত্থিয়ো, সব্বে পুরিসা, সব্বে অরিয়া, সব্বে অনরিয়া, সব্বে দেবা, সব্বে মনুস্সা সব্বে অমনুস্সা সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, য়থালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু; কম্মস্সকা।

৪। পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
দক্খিণস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তে পি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
পুরত্থিমেন ধতরট্ঠো দক্খিণেন বিরূল্হকো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্খো কুবেরো উত্তরং দিসং;
তে পি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চাতি।

১। আমি শত্রু হীন, বিপদ হীন ও রোগ হীন হই এবং নিজকে সুখে রক্ষা করি। আমার ন্যায় আমার আচার্য্য, উপাধ্যায়গণ, মাতাপিতা, উপকারীগণ, উপকারীও নয় অনিষ্টকারীও নয় এমন মধ্যস্ত প্রাণীগণ ও শত্রুগণ শত্রু হীন ও নিরোগী হউক, সুখে বাস করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক, সৎকর্ম্ম দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক; জগতে সকলেই কর্ম্মাধীন।

২। এই বিহারে, আহার্য্য উৎপাদক গ্রামে, নগরে, বঙ্গদেশে, জনপদে, জম্বুদ্বীপে, পৃথিবীতে ও চক্রবালে ধনী ব্যক্তিগণ, সীমাস্থ দেবতাগণ এবং সমস্ত প্রাণীগণ শত্রু ও রোগ হীন হউক। সুখে বাস করুক্ এবং দুঃখ হইতে মুক্ত হউক। সৎকার্য্য সৎব্যবসাদি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। এ জগতে সকল সত্বই কর্ম্মাধীন।

৩। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিকে এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম উত্তরকোণে, নীচের দিকে ও উপরদিকের সমস্ত সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, পুদ্গল, দেহধারী, স্ত্রী, পুরুষ, আর্য্য, অনার্য্য, দেবতা, মানব, অসুরকায় ও নারকীয় প্রাণী প্রভৃতি শত্রু হীন, বিপদ হীন ও রোগ হীন হউক এবং সুখে বাস করুক। দুঃখ হইতে মুক্ত হউক। সৎকার্য্যদ্বারা লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। এ জগতে সকলেই কর্ম্মাধীন।

৪। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে মহাপ্রভাবশালী দেবগণ আছেন। তাঁহারা আমাকে নীরোগাবস্থায় ও সুখে রাখুন।

সিনেরুর পূর্ব্বদিকে ধতরট্‌ঠ, দক্ষিণে বিরূল্‌হক, পশ্চিমে বিরূপক্‌খ ও উত্তরদিকে কুবের নামে চারিজন যশস্বী লোকপাল মহারাজা আছেন। তাঁহারাও আমাকে নীরোগাবস্থায় ও সুখে রক্ষা করুন।

পূজা-পরিচ্ছেদ

পূজা ও প্রার্থনা।

[পূজা ও প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা]

পূজনীয় ব্যক্তির পূজা-সৎকার করিলে নিজের মঙ্গল সাধিত হয়। অরহতগণের কেবল পূজার বা পুণ্যের প্রয়োজন নাই। তথাপি পূজনীয় ব্যক্তির সম্মান পূজা মানবের ধর্ম্ম ; জনসাধারণ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইবে ইহা ভাবিয়া তাঁহারাও পুষ্প প্রদীপাদি দ্বারা চৈত্য পূজা করিতেন। পালি গ্রন্থ সমূহে তদ্রূপ বিবরণ বহুস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে কোন কোন ব্যক্তি এই পুষ্প-পূজাদি নিষ্প্রয়োজন মনে করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধ পরম্পরা ও লোক পরম্পরা পূজনীয় ব্যক্তির পূজা-সৎকার চলিয়া আসিতেছে। বহুলোক পূজা করিয়া স্বর্গ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। যেমন উর্দ্ধদিকে একখানি দণ্ড নিক্ষেপ করিলে, উহার কোন্ অংশ আগে পড়িবে বলা যায় না, তেমন জীবগণ জন্মগ্রহণেরও

একটি নিয়ম নাই। **"তস্মা কুসলকম্মং কত্বা একস্মিং ঠানে পত্থনং কাতুং বট্টতি"** তাই কুশলকর্ম্ম করিয়া একটি বিষয়ে প্রার্থনা করা উচিত।

য়স্স সদ্ধা-সীল-সুত-চাগ-পঞ্ঞা সঙ্খাতা পঞ্চধম্মা অত্থি, ন পত্থনা, তস্সগতি অনিবদ্ধা ; য়স্স পত্থনা অত্থি ন পঞ্চ ধম্মা, তস্স পি গতি অনিবদ্ধা'ব। য়েসং উভয়ম্পি অত্থি, তেসং গতি নিবদ্ধা।

যাহার শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, দান ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটি ধর্ম্ম আছে কিন্তু প্রার্থনা নাই, তাহার গতির স্থিরতা নাই। আর যাহার নিকট শুধু প্রার্থনা আছে, কিন্তু উক্ত ধর্ম্ম পাঁচটি নাই, তাহারও গতির স্থিরতা নাই। যাহাদের এই ধর্ম্ম পাঁচটি ও প্রার্থনা এই উভয়টী আছে তাহাদের গতি নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে।

মহাপুরুষগণের এই উপদেশানুযায়ী পূজার দ্রব্য হাতে লইয়া **'ইতি পি সো ভগবা অরহং'** প্রভৃতি ৯টি বুদ্ধগুণ চিন্তা করিতে করিতে পূজা করা উচিত। পূজা করার পর **'ইদং মে পুঞ্ঞং আসবক্খয়াবহং হোতু'** এই পুণ্য ফলে আমার আসক্তি ক্ষয় হউক বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে।

পুষ্প পূজা।

বণ্ণগন্ধগুণোপেতং, এতং কুসুমসন্ততিং,
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ-সরো-রুহে।
পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন
পুঞ্ঞেন মেতেন চ হোতু মোক্খং॥

বর্ণ গন্ধগুণ যুক্ত এই পুষ্পগুলি শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মে পূজা করিতেছি। পুষ্পদ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিয়া যেই পুণ্য সঞ্চয় হইল, সেই পুণ্য ফলে আমার নির্ব্বাণ লাভ হউক।

সুগন্ধ পূজা।

গন্ধসম্ভারয়ুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
পূজয়ে পূজনেয়্যন্তং পূজা-ভাজনমুত্তমং।

গন্ধসম্ভার যুক্ত ধূপ-সুগন্ধি দ্বারা পূজনীয় উত্তম পূজা ভাজন বুদ্ধকে পূজা করিতেছি।

প্রদীপ পূজা।

ঘনসারপ্পদিত্তেন, দীপেন তমধংসিনা,
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।

চন্দন-তৈল প্রদীপ্ত অন্ধকার বিনাশক দীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিনাশক ত্রিলোক প্রদীপ বুদ্ধকে পূজা করিতেছি।

আহার পূজা।

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং,
অনুকম্পং উপাদায়, পতিগণহাতু মুত্তমং।

ভন্তে ভগবন, আমার সুসম্পাদিত ভোজন গ্রহণ করুন, হে মুক্ত পুরুষ, দয়া করিয়া আমার উত্তম দান গ্রহণ করুন।

ঋদ্ধিময়ী উপসম্পদা।

[সুশীল ভিক্ষুর হাতে পাত্র, চীবর ক্ষুর, কটিবন্ধনী সুচ, সুতা ও জল ছাকুনী প্রদান করিয়া বুদ্ধের সম্মুখে ঋদ্ধিময়ী পাত্র চীবর সহ উপসম্পদা লাভের প্রার্থনা।]

ইদং মে পরিক্খার দানং অনাগতে
এহিভিক্খু ভাবায় পচ্চয়ো হোতু

আমার এই "পরিক্খার" দান ভবিষ্যতে "এহি ভিক্খু" উপসম্পদা লাভের হেতু হউক।

পুরুষত্ব প্রার্থনা।

[পতিব্রতা স্ত্রীগণের "যে কোন পুণ্য কর্ম্ম করিয়া." পুরুষ হইবার জন্য প্রার্থনা।]

ইদং নো পুঞ্ঞং পুরিসত্তভাব পটিলাভায় সংবত্তু।

সঙ্ঘ পূজা।

ইমং ভিক্খং [সপরিক্খারং] ভিক্খু সঙ্ঘস্স দেম।

ইদং বো ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো॥ ৩

এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,

সব্বেদেবা—সব্বেসত্তা—সব্বেভূতা—অনুমোদন্তু সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

সৎসঙ্গ কামনা।

ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বালা সমাগমো,
সতং সমাগমো হোতু য়াব নিব্বাণ পত্তিয়া।

কঠিন চীবর পূজা।

ইমং কঠিন চীবরদুস্সং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, কঠিনং অত্থরিতুং। ইদং মে পুঞ্ঞং আসবক্খয়াবহং হোতু।

বিহার পূজা।

[ন্যূনকল্পে পাঁচহাত দীর্ঘ একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে পূজা করিলে লক্ষ কল্প দেব-মনুষ্যলোকে সুখ ভোগের পর নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে]

ইমং বিহারং চাতুদ্দিসস্স আগতানাগতস্স ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেমি, সঙ্ঘো য়থাসুখং পরিভুঞ্জতু। ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বাণ-পচ্চয়ো হোতু।

বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

ইমং বুদ্ধ-বিম্বং সব্বেহি দেবমনুস্সেহি পূজেতুং ইমস্মিং বিহারে পতিট্ঠাপেমি, ইদং মে পুঞ্ঞং বোধিঞ্ঞাণং পটিলাভায় সংবত্তু।

উৎসর্গ।

১। ইদং বো ঞাতীনং হোতু—সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো,
ইদং বো ঞাতীনং হোতু—সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো ;
ইদং বো ঞাতীনং হোতু—সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো।
২। উন্নমে উদকং বট্টং—য়থা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং—পেতানং উপকপ্পতি।

৩। য়থাবারিবহা প্র্রা—পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং—পেতানং উপকপ্পতি।

৪। এত্তাবতা চ অম্হেহি—সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে দেবানুমোদন্তু—সব্ব-সম্পত্তি-সিদ্ধিয়া।

৫। এত্তাবতা চ অম্হেহি—সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে সত্তানুমোদন্তু—সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

৬। এত্তাবতা চ অম্হেহি—সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বে ভূতানুমোদন্তু—সব্ব-সম্পত্তি-সিদ্ধিয়া।

৭। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা—দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা—চিরং রক্খন্তু সাসনং।

৮। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা—দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা—চিরং রক্খন্তু দেসনং।

৯। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা—দেবনাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা—চিরং রক্খন্তু মং পরং।

১০। ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন—মা মে বালা সমাগমো,
সতং সমাগমো হোতু—য়াব নিব্বাণপত্তিয়া।
ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বাণস্স পচ্চয়ো হোতূ'তি।

১। এই দানময় পুণ্য আমার জ্ঞাতিগণের হউক এবং তাহারা সুখী হউক।

২। জলধারা যেমন উচ্চস্থান হইতে নিম্নদিকে গড়াইয়া যায়, তেমন এই মনুষ্যলোক হইতে জ্ঞাতি-প্রদত্ত দান বা পুণ্য প্রেতদিগের জন্য উৎপন্ন হয়।

৩। যেমন মহানদী সমূহ জলপূর্ণ হইয়া ক্রমে সাগর পরিপূর্ণ করে, মনুষ্যলোক হইতে জ্ঞাতি-প্রদত্ত দানময় পুণ্য ও তেমন প্রেতদিগকে অর্থাৎ পরলোকগত ব্যক্তিদিগকে সুফল প্রদান করে।

৪।৫।৬। আমাদের দ্বারা এযাবৎ যেই পুণ্য সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে; (দেবসম্পত্তি ও নির্ব্বাণ সম্পত্তি আদি) সর্ব্ব সম্পত্তি সিদ্ধ হইবার জন্য সমস্ত দেবতা, সত্ত্ব ও ভূতগণ সেই পুণ্য অনুমোদন ও সন্তোষের সহিত গ্রহণ করুন।

৭। ৮। ৯। মহাঋদ্ধিসম্পন্ন আকাশবাসী ও ভূমিবাসী দেব-নাগগণ সেই পুণ্য অনুমোদন করিয়া চিরকাল লোকশাসন, বুদ্ধ শাসন, প্রজ্ঞাপ্তি ধর্ম্ম, দেশনা ধর্ম্ম এবং আমাকে ও অপর সত্তাকে দুঃখাদি উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।

১০। এই পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা, যাবৎ আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হই, তাবৎ অসতের সহিত আমার সমাগম না হউক, অর্থাৎ আনির্ব্বাণ সৎপুরুষের সহবাসে আমার জীবন অতিবাহিত হউক। আমার এই পুণ্য নির্ব্বাণ লাভের হেতু হউক।

দান পরিচ্ছেদ

(সৎপুরুষ-দান সূত্র)

ভগবান যখন শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর আরামে বাস করিতে-ছিলেন, তখন **"সৎপুরুষ-দান সূত্র"** দেশনা করিয়াছিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষের দান পাঁচ প্রকার। যথা:—

১। **সদ্ধায় দানং দেতি**—'দান করা আমার উচিত' এই রূপ দানের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে 'দান করিলে নিশ্চয় ফল পাওয়া যাইবে' এইরূপ দান-ফলের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে; তাহাকে শ্রদ্ধাদান বলে। এই শ্রদ্ধাদানের ফলে জন্মান্তরে যথেষ্ট ধন-সম্পদ লাভ হয়, শরীরের বর্ণ খুব সুন্দর হয়, লোকের দর্শণীয় হয়, সকলে তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়, সমস্ত অঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২। **সক্কচ্চং দানং দেতি**—বস্তুর উপর গৌরব অর্থাৎ নিকৃষ্ট বস্তু না দিয়া উত্তম রসাল বস্তু দান দেওয়া ও গ্রহীতার প্রতি গৌরব অর্থাৎ উপযুক্ত আসন পাতিয়া শীলবানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক দান দেওয়াকে দান-পতির সৎকার-দান বলে। এই সৎকার দানের ফলে জন্মান্তরে মহা ধনবান হয়, পুত্র-ভার্য্যা-দাস-কর্ম্মচারী তাহার অনুগত হয়, প্রাণপণে আদেশ পালন

করে ; সযত্নে সেবা-শুশ্রূষা করে।

৩। **কালেন দানং দেতি**—বাড়ীতে আগন্তুক আসিলে সাদরে যাহা আছে দান করে, বিদেশ যাত্রীর সাহায্য করে, রোগীকে ঔষধ দিয়া পরিচর্য্যা করিয়া রোগ মুক্তির উপায় করে, দুর্ভিক্ষ দেখিয়া যথাসাধ্য দান করে, কোন একটি নূতন দ্রব্য পাইলে দান না দিয়া ভোগ করে না, এই গুলিকে কাল দান বলে। এই সাময়িক দানের ফলে জন্মান্তরে ধনসম্পদে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, যখন যাহা চায় প্রাপ্ত হয়, কিছুরই অভাব থাকে না।

৪। **অনগ্‌গহিতচিত্তো দানং দেতি**—যাহা দান দেওয়া হইবে, তাহার প্রতি মুক্ত চিত্ত হওয়া, পুনঃ পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ-ভাবে দান দেওয়াকে মুক্ত হস্ত দান বলে। এই মুক্ত চিত্তের ফলে জন্মান্তরে মহাধনী হয়, পঞ্চকামগুণের অভাব তাহার আর থাকে না। সর্ব্ব প্রকারে সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

৫। **অত্তানঞ্চ পরঞ্চ অনুপহচ্চ দানং দেতি**—নিজে প্রশংসা লাভ করিবার জন্য দান দিতে নাই, অপরকে ন্যস্ত করিবার জন্যও দান দিতে নাই। সর্ব্ব জীবের মঙ্গল কামনা করিয়া যে দান করে, সে জন্মান্তরে মহাধনী হয়, তাহার ভোগ সম্পত্তি বিস্তর হয়, তাহার সম্পত্তি অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে ভাসাইয়া নেয় না, রাজা বলপূর্ব্বক নিতে পারে না, চোর চুরি করিতে পারে না, শত্রু নষ্ট করিতে পারে না। এই পঞ্চবিধ দানকে সৎপুরুষ দান বলে।

যাহারা দান দিবে তাহাদের চিত্ত লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত হওয়া চাই, সরল ও শান্ত মনে দান দিবে। ইহাকে বলে "চিত্ত সম্পত্তি।" যেই জিনিষগুলি দেওয়া হইবে সদুপায়ে লব্ধ হওয়া চাই ; চুরি ডাকাতি করিয়া বা হত্যা করিয়া দান দিতে নাই ; সাধু উপায়ে সঞ্চিত দানকে "বস্তু সম্পত্তি" বলে।

যাহাকে দান দিবে, তিনি শীলবান কিনা পরীক্ষা করা চাই, দুঃখের পয়সা যাহাকে তাহাকে দিবে না, একটু বিচার করিয়া দিবে, যাহাতে অল্প দানে ও মহাফল হয়, ইহাকে বলে "প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি!" তাই কথিত হইয়াছে ঃ—

ছেত্ত্ব ভেত্ত্বাদিনা য়ো তু কত্বান পরপীলনং,
মহায়াগং পবত্তেতি ন তং হোতি মহপ্ফলং।
অনাদরং পুরক্খত্বা অস্সদ্ধায় অয়োনিসো,
অখেত্তে য়ো দদে দানং নতং হোতি মহপ্ফলং
দলিদ্দোপি মহাসদ্ধো সাদরো সুদ্ধমানসো,
দেতি অপ্পম্পি সো হোতি অনন্ত ফলদো সদা।

যাহারা প্রাণী হত্যা করিয়াও প্রাণীকে নিষ্পীড়ণ করিয়া মহাযাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের যাগ-যজ্ঞ মহাফল দায়ক হয় না। গ্রহীতার প্রতি যাহাদের আদর নাই, শ্রদ্ধা নাই, চিত্তের টান নাই, যদি তাহা দানের ক্ষেত্রও নহে, মহা দুঃশীল ক্ষেত্র, তেমন গ্রহীতাকে দান দিলে মহাফল হয় না! যাহারা দরিদ্র হইয়াও শ্রদ্ধাচিত্তে, সাদরে ও পরিশুদ্ধ চিত্তে অল্পমাত্র দান দেয়—সেই দান অনন্ত ফল দিয়া থাকে।

দাতার পঞ্চ লাভ।

দদং পিয়ো হোতি ভজন্তি নং বহু,
কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি য়সো চ বড্ঢতি।
অমঙ্কুভূতো পরিসং বিগাহতি,
বিসারদো হোতি নরো অমচ্ছরি।

১। এজগতে দাতাগণ দানবলে সকলের প্রিয়পাত্র হন। ২। তাহাকে সকলে ভজনা করে। ৩। দৈনন্দিন যশকীর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়। ৪। দাতা যে কোন সভা সমিতিতে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ৫। অকৃপণ-দাতা সর্ব্ব কার্য্যে বিশারদ হয়। দানাদি পুণ্য ক্রিয়াকে ভয় করা উচিত নহে, যেহেতু এই দান ধর্ম্মাদি সুখের নিদান বলিয়া কথিত হয়।

[অন্ন ও পর্ণশালা দানের ফল]

সীলাদি গুণয়ুত্তস্স হি কটচ্ছুমত্তং ভিক্খম্পি, পঞ্চরতনমত্তায়

ভূমিয়া পণ্ণসালম্পি কত্বা দিন্নং, অনেকানি কপ্পসতসহস্সানি দুগ্গতি বিনিপাততো রক্খতি। পরিয়োসানে অমতায় ধাতুয়া পরিনিব্বাণস্স পচ্চয়ো হোতি।

শীলবানকে একচামচ্ মাত্র ভিক্ষা ও দীর্ঘপ্রস্থে পাঁচহাত একখানি পর্ণকুটির দান করিয়া যেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনেক শত সহস্র কল্পাবধি পশু-প্রেত-অসুর-নিরয় দুঃখ হইতে রক্ষা করে। অন্তিমে পরিনির্ব্বাণ লাভের হেতু হয়।

সপ্তদানে স্রোতাপন্ন।

য়েসং পন কুলানং ১। তীনি সরণানি, ২। পঞ্চসীলানি, ৩। একং সলকভত্তং, ৪। একং পক্খিকভত্তং, ৫। একং বস্সাবাসিকং, ৬। একা পোক্খরণী, ৭। একো আবাসো'তি—এব রূপানি নিবদ্ধ পুঞ্ঞানি অত্থি, তেসং গতি নিবদ্ধা, সোতাপন্নসদিসানেব তানি কুলানি।

যেই শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকারা ১। ত্রিশরণে স্থিত থাকে, ২। পঞ্চশীল পালন করে, ৩। পালাক্রমে পিণ্ডদান দেয়, ৪। প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে পিণ্ড দান দেয়, ৫। ভিক্ষুগণ বর্ষা ব্রতারম্ভ করিবার সময়ে দান দেয়, ৬। একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দান দেয়, ৭। একখানি বিহার দান করে, এতাদৃশ নিত্য পুণ্য যাহাদের আছে, তাঁহাদের গতিও স্রোতাপন্নের গতির ন্যায় হয়। চারি অপায়ে তাঁহারা যাইবেন না। ইহ-পারত্রিক সুখান্বেষীগণের সর্ব্বদা এতাদৃশ পুণ্যকর্ম্মে লিপ্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দানের পাঁচটি ফল।

১। বহুনো জনস্স পিয়ো হোতি মনাপো—দাতা বহুজনের মনঃপূত হয়।

২। সন্তো সপ্পুরিসা ভজন্তি—সাধু সৎপুরুষেরা তাঁহার সেবার্থে আসিয়া থাকে

৩। কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গচ্ছতি—দাতার সুযশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

৪। গিহী ধম্মা অনপেতো হোতি—সেই গৃহী গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয় না।

৫। কায়স্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপ্পজ্জতি—মরণের পর দেহত্যাগ করিয়া সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর লাভের উপায়।

১। যে হি চীবরাদিকে অট্ঠপরিক্খারে পত্তচীবর মত্তমেব বা সোতাপন্নাদি অরিয়স্স পুথুজ্জনস্স বা দত্বা—"ইদম্মে পরিক্খার দানং অনাগতে এহি ভিক্খুভাবায় পচ্চয়ো হোতূ" তি পত্থনং ঠপেতি তস্স তং বুদ্ধানং সম্মুখীভাবেন ইদ্ধিময় পরিক্খার লাভায় সংবত্ততি।

যাহারা চীবরাদি অষ্ট পরিক্খার অথবা পাত্র-চীবর মাত্র স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহতকে দান করে, অথবা শীলবান পৃথক্জন ভিক্ষুকে দান করে, তাঁহাদের এইরূপ প্রার্থনা করা উচিত—

"ইদম্মে পরিক্খার দানং অনাগতে এহি ভিক্খু ভাবায় পচ্চয়ো হোতু" এই প্রকার দানের ফলে ভাবি শাসনে যখন বুদ্ধ "এহি ভিক্খু" বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিবেন, তখনই তাঁহাদের শরীর হইতে গৃহী-বস্ত্রাদি লুকিয়া যাইবে, হঠাৎ ঋদ্ধিময় পাত্র-চীবর আসিয়া শরীর জড়াইয়া যাইবে। নির্ব্বাণ-কামী প্রত্যেক দায়ক দায়িকার জীবনে একবার হইলেও অট্ঠপরিক্খারা দান করা উচিত।

কর্ম্ম বিভঙ্গ।

রাজা পসেনাদি কোশলের এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার নাম তোদেয্য। তোদেয্য মহাধনী, তাহার ধনের পরিমান ৮৭ কোটি, কিন্তু তাহার মত কৃপণ আর নাই বলিলেও হয়। পুত্র কন্যা পাছে বেশী ব্যয় করিবে ভাবিয়া সর্ব্বদা উপদেশ দিত যে:—

অঞ্জনানং খয়ং দিস্বা, বম্মিকানঞ্চ আচয়ং,
মধূনঞ্চ সমাহারং, পণ্ডিতো ঘরমাবসে।

পণ্ডিতগণ সামান্য সামান্য অঞ্জন ব্যবহারে বহু অঞ্জনের ক্ষয় হইতে, উই পোকার তিল তিল মাটী সঞ্চয়ে বৃহৎ মৃত্তিকা স্তূপ দেখিয়াও মধুমক্ষিকার বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয়ে বৃহৎ মধু ভাণ্ড দেখিয়া আয় ব্যয়ের তুলনা করতঃ গৃহে বাস করেন। যাহাতে পুত্র কন্যা দান না দেয়, সেইরূপ শিক্ষা দিত। তখন ভগবান ধুর বিহারে বাস করিতেন। কোন দিন বুদ্ধকে এক চামচ্ ভাত, এক মালা যাগু সে কৃপণতা হেতু দিতে পারে নাই। আজীবন ধন-লোভে কাটাইয়া মরণান্তে স্বীয় গৃহে কুকুর জন্মগ্রহণ করিল। সুভ কিন্তু তাহা জানে না। সে কুকুরের বাচ্চাটিকে বড়ই আদর করিত। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া একদিন সুভের ঘরে উপস্থিত হইলেন। অমনি কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া বুদ্ধকে তাড়া দিল। বুদ্ধ বলিলেন:—"কি হে তোদেয্য, তুমি পূর্ব্বেও নিজের মিথ্যাদৃষ্টির দরুণ এখন কুকুর হইয়াছ। আবার এই ঘেউ ঘেউ রবের দোষে নরকে গিয়া জন্ম লইবে।" কুকুর এই বাক্য শুনিয়া ভাবিল—অহো! শ্রমণ গৌতম আমাকে জানিতে পারিয়াছে, লজ্জায় ও অনুতাপে দুঃখিত হইয়া উনানের পিছনে ছারিকাতে লুটিয়া রহিল।

যে কুকুর সর্ব্বদা ধক্‌ধকে বিছানায় শুইত, আজ কেন ছারিকায় শয়ন। তাড়াতাড়ি চাকরেরা ধরিয়া বিছানায় দিতে টানিতে লাগিল কিন্তু কুকুর কিছুতেই গেল না। তখন সুভ জিজ্ঞাসা করিল, এমন হয়েছে কেন? কে তাহাকে বিছানা হইতে নামাইয়া দিল? সেবকেরা বলিল:—

শ্রমণ গৌতম 'আপনার পিতাই এই কুকুর' এই কথাটুকু বলায় কুকুরটি বড়ই ভীত হইয়াছে। বড় অন্যায়, বুদ্ধ মুখে. যাহা আসে. তাহা বলে, আমার পিতা ধনবান ব্রাহ্মণ। সে কি কখনও কুকুর হইতে পারে? আচ্ছা বুদ্ধ যে--মিথ্যাবাদী এই কথা আমি প্রমাণ করিব. বড়ই ক্ষেপিয়া গেল। তখনই বিহারে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। সত্যই কি ভগবন্ আমার পিতা কুকুর হইয়াছে?

—হাঁ।

—প্রমাণ কি?

—শুন সুভ, তোমার পিতার অকথিত কোন ধন আছে কি?

—হাঁ আছে।

আচ্ছা তবে কুকুরটাকে কেবল দুগ্ধের তৈরী পায়স, খাওয়াইয়া, একটু শুইতে দিও। তাহার যখন একটু তন্দ্রা আসিবে, কাণে কাণে বলিও—'তোমার কথিত ধন কোথায় আছে বলিয়া দাও।' তখন সে তোমাকে দেখাইয়া দিবে। সুভ বড়ই আনন্দিত হইল, হয় সম্পত্তি পাইব, নয় বুদ্ধ মিথ্যাবাদী বলিয়া জন-সমাজে প্রচার করিব। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের কথা দুই হইবার নহে। সুভ বুদ্ধের উপদেশ মত কায করিল। কুকুর সঙ্কেত করিল, সেই সঙ্কেতে তাহার ধন লাভ হইল। মরিয়া নরকে জন্ম নিল। সুভের মনে বড়ই উদ্বেগ হইল। তাই বুদ্ধের নিকট যাইয়া নিম্নোক্ত ১৪টি প্রশ্ন করিলেন—

১। মনুস্সা অপ্পমায়ুকা দিস্সন্তি, অল্পায়ু মনুষ্যগণ দেখা যায়।

২। মনুস্সা দীঘায়ুকা দিস্সন্তি, দীর্ঘায়ু মনুষ্যগণ দেখা যায়।

৩। মনুস্সা বব্হাবাধা দিস্সন্তি, কঠিন পীড়াগ্রস্থ মনুষ্যগণ দেখা যায়।

৪। মনুস্সা অপ্পাবাধা দিস্সন্তি, নীরোগী মনুষ্যগণ দেখা যায়।

৫। মনুস্সা দুব্বণ্ণা দিস্সন্তি, কুসুন্দর মনুষ্যগণ দেখা যায়।

৬। মনুস্সা বণ্ণবন্তো দিস্সন্তি, সুশ্রী মনুষ্যগণ দেখা যায়।

৭। মনুস্সা অপ্পেসক্খা দিস্সন্তি—বন্ধু বান্ধবহীন দরিদ্র মনুষ্য-গণ দেখা যায়।

৮। মনুস্সা মহেসক্খা দিস্সন্তি—মহাপরিবার সম্পন্ন ধনী মনুষ্যগণ দেখা যায়।

৯। মনুস্সা অপ্পভোগা দিস্সন্তি—অল্প ভোগসম্পত্তি সম্পন্ন মনুষ্য-গণ দেখা যায়।

১০। মনুস্সা মহাভোগা দিস্সন্তি—মহাভোগ সম্পত্তি সম্পন্ন মনুষ্যগণ দেখা যায়।

১১। মনুস্সা নীচকুলীনা দিস্সন্তি—নীচ বংশীয় মনুষ্যগণ দেখা যায়।

১২। মনুস্সা উচ্চকুলীনা দিস্সন্তি—উচ্চ বংশীয় মনুষ্যগণ দেখা যায়।

১৩। মনুস্সা দুপ্পঞ্ঞা দিস্সন্তি—নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ দেখা যায়।

১৪। মনুস্সা পঞ্ঞাবন্তো দিস্সন্তি—প্রজ্ঞাবান মনুষ্যগণ দেখা যায়।

এইরূপে মানবগণের মধ্যে হীন-শ্রেষ্ঠ দেখা যায় কেন?
ভগবান ইহা শুনিয়া সংক্ষেপে উত্তর প্রদান করিলেন—

"কম্মস্সকা মানব সত্তা—কম্মদায়াদা—কম্ময়োনী—কম্মবন্ধু—কম্মপটিসরণা—কম্মং সত্তে বিভজতি য়দিদং হীনপ্পনীততায়াতি।"

জীবগণ স্বকৃত কর্ম্মই ভোগ করে, স্বীয় কর্ম্মের উত্তরাধিকারী কর্ম্ম মতই যোনি গ্রহণ করে, কর্ম্মই নিজের বন্ধু স্বরূপ এবং কর্ম্মই নিজের আশ্রয় স্বরূপ কর্ম্মই জীবদিগকে হীন ও শ্রেষ্ঠরূপে বিভাগ করে।

পণ্ডিত-মানী সুভ ভগবানের এবম্বিধ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর বুঝিতে না পারিয়া বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার জন্য পুনঃ ভগবানকে প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান বিস্তৃত ভাবে বলিতে লাগিলেন—

১। প্রাণী হত্যাকারী নর নারীরা মরণের পর তির্য্যগ্-প্রেত-অসুর ও নিরয়াদিতে উৎপন্ন হয়। মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও তাহারা অল্পায়ু লাভ করে।

২। প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণকারীরা স্বর্গে কিম্বা নরলোকে উৎপন্ন হইলেও দীর্ঘায়ু লাভ করে।

৩। হস্ত ঢিল-দণ্ড ও অস্ত্রের দ্বারা প্রাণীকে নিপ্পীড়ণকারীরা চারি অপায়ে উৎপন্ন হয় এবং কঠিন পীড়াগ্রস্থ হয়।

৪। প্রাণীর প্রতি মৈত্রীকারীরা নিরোগ হয়।

৫। ক্রোধান্ধ নরনারীরা জন্মে জন্মে কুশ্রী হয়।

৬। যাহারা দয়ালু, তাহারা জন্মে জন্মে সুন্দর হয়।

৭। যাহারা অপরের লাভ, সৎকার, সম্মান, বন্দনা ও পূজা দেখিয়া ঈর্ষা করে, তাহারা পুত্র কন্যাহীন হয়।

৮। যাহারা ঈর্ষা করে না, তাহারা বহু পুত্র কন্যা লাভ করে।

৯। কৃপণগণ জন্মে জন্মে ভোগ সম্পত্তি হীন হয়।

১০। যাহারা দাতা, তাহারা মহাধনবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১১। অতি মানীরা নীচকুলে জন্মগ্রহণ করে।

১২। যাহারা নিরহঙ্কারী, তাহারা উচ্চকুলে উৎপন্ন হয়।

১৩। যাহারা কুশলাকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না, করিতেও চাহে না, তাহারা জন্মে জন্মে নির্ব্বোধ হয়।

১৪। যাহারা কুশলাকুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তাহারা জন্মে জন্মে মহাজ্ঞানী হয়।

ভগবানের এই সারগর্ভ উপদেশ জ্ঞানী মাত্রেরই চিন্তা করা এবং তদনুরূপ আচরণ করা প্রয়োজন।

ভুক্তানুমোদন।

আনন্দ স্থবির মহাভিক্ষু সভায় বলিতেছেন—আমি এইরূপ শুনিয়াছি :— ভগবান যখন শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথ পিণ্ডিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিহারে বাস করিতেছিলেন, তখন হে ভিক্ষুগণ বলিয়া সুমধুর কণ্ঠে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিলে, ভিক্ষুগণও প্রভো! বলিয়া মৃদু কণ্ঠস্বরে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। তৎপর ভগবান তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ! দায়ক ভোজন দান

করিয়া প্রতি গ্রাহককে চারিটি বিষয় প্রদান করে। সেই চারিটি বিষয় কি? যাহারা ভোজন দান করে, তাহারা আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল এই চারিটি বিষয় দান করে। তাহারা আয়ু দান করিয়া দেব-নরলোকে আয়ুর ভাগী হয়। বর্ণ দান দিয়া দেব-নরলোকে সৌন্দর্য্যের ভাগী হয়। সুখ দান করিয়া দেব-মানব জগতে সুখের ভাগী হয়। বল দান করিয়া দেব-নর জগতে বলের ভাগী হয়। তাহারা জন্মে জন্মে উক্ত চারিটি বিষয় হইতে বঞ্চিত হয় না। দাতাগণ প্রতি গ্রাহকগণকে ঐ চারিটি বিষয় দান করে।

সেই আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল দানকারী নর যেই যেই স্থানে উৎপন্ন হয়. সেই সেই স্থানে দীর্ঘায়ু লাভ করে ও যশকীর্ত্তিশালী হয়।

এজগতে মানবগণ দানদ্বারা স্বর্গ সম্পত্তি, মার সম্পত্তি, চক্রবর্ত্তী সম্পত্তি ও ব্রহ্ম সম্পত্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। তাহারা যদি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদের চক্রবর্ত্তী সম্পত্তির কীর্ত্তিশব্দ ঘোষিত হয়। সকলে তাহাকে আদর করে। প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। সেই দান শ্রাবক পারমী-জ্ঞান দান করে। পচ্চেক বুদ্ধ-জ্ঞান দান করে। এমন কি সম্যক্ সম্বুদ্ধ-জ্ঞান পর্য্যন্ত দান করে। দানদ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভোগ সম্পত্তি স্থির থাকে। দান নিজকে রক্ষা করে। দান করিলে নরকে যায় না। দান স্বর্গের সোপান। দানদ্বারা নির্ব্বাণ সুখ প্রাপ্ত হয়।

দীক্ষা পরিচ্ছেদ।

"দুল্লভা পব্বজ্জা" প্রব্রজ্যা লাভ অতিশয় দুর্লভ।

এক সময় ভগবান যশকুলপুত্রকে বলিতেছেন :—

"সম্বাধো ঘরবাসো, অব্ভোকাসো পব্বজ্জা"

অর্থাৎ গৃহবাস অতি ভিড়, প্রব্রজ্যাই খোলা, মুক্ত পাপ-তাপ আচ্ছাদন বিহীন। আমরা সাধারণ কথায় গৃহীকে 'গৃহস্থালীই' বলিয়া থাকি। গৃহীগণ সর্ব্বদাই গৃহ মেরামত করিয়া থাকে। যদি এইরূপ মেরামতাদি না করে

তাহা হইলে গৃহীরা গৃহীধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারে না। স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য গৃহীদের সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাই গৃহীদের চিন্তার ও কর্ম্মের বিরাম নাই। এইকারণে তাহাদের দ্বারা সম্যক্‌রূপে ঐহিক পারত্রিক সুখপ্রদ কর্ম্মাদি সম্পাদন করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।

এই হেতু ভগবান গৃহ-বাস অত্যন্ত ভিড় বলিয়া বলিয়াছেন। প্রব্রজিতেরাই ঐহিক-পারত্রিক সুখাবহ-পথ সহসা খুঁজিয়া পান। যেহেতু পুণ্য কর্ম্মাদি করিবার তাঁহাদের যথেষ্ঠ সময়—এই নিমিত্ত মহাপুরুষ বুদ্ধদ্বারা প্রশংসিত প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম গ্রহণ করা একান্ত উচিৎ। যদি বুদ্ধ শাসনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, তাহা উত্তম। তাহা করিতে না পারিলে জীবনে ন্যূনপক্ষে একবার হইলেও প্রব্রজিত হওয়া উচিৎ। তদ্বারা ভবিষ্যৎ জন্মে মুক্তির পথ সুগম হয়। শীলবান প্রব্রজিতেরা যাহা কিছু পুণ্যকর্ম্ম করেন, তাহা অতি পরিশুদ্ধ। ইহাতে কোন প্রকার অকুশল মিশ্রিত থাকে না। মাতা পিতা ও বুদ্ধ শাসনে পুত্র দান জনিত মহা পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন।

মহারাজ অশোক একদা ৮৪ হাজার ধাতু-চৈত্য, ৮৪ হাজার বিহার ও অশোকারাম উৎসর্গ করিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সভামণ্ডপে সহস্র সহস্র ভিক্ষু সমাগত। এই মহোৎসব সাত দিন ব্যাপিয়া ছিল। শেষ দিবসে সন্ধ্যার সময় মহারাজ অশোক তাঁহার সমস্ত পুণ্য-ক্রিয়া উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন :—ভন্তে এই বুদ্ধ শাসনে শ্রেষ্ঠ দাতা কে ছিলেন? সকলের দান হইতে অধিক দান কাহার? "মহারাজ, ভিক্ষুসঙ্ঘের যাবতীয় ভরণপোষণ দানকারীদের মধ্যে আপনিই প্রধান। এই বুদ্ধ শাসনে আপনার ন্যায় এত অধিক পরিমাণে আর কেহ দান করেন নাই। আপনার দানই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।" এই কথা শুনিয়া মহারাজ ধর্ম্মাশোক চিন্তা করিলেন—"ভিক্ষুগণের উপযোগী নানা প্রকার দানদ্বারা আমিই বুদ্ধ শাসন সজীব রাখিয়াছি।" এই ভাবিয়া তিনি পুনঃ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

ভন্তে, আমি বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছি কিনা?

মোগ্‌গলিপুত্ততিস্‌স স্থবির বলিলেন ঃ—মহারাজ! আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘের ভরণপোষণ দাতা। যদি কেহ ব্রহ্মলোক প্রমাণ পুঞ্জীকৃত করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘকে কিম্বা বুদ্ধ শাসনে নানাবিধ দানীয় দ্রব্য দেয়, তথাপি সে বুদ্ধ শাসনের অধিকারী হইতে পারে না। তিনি চীবর-পিণ্ড-বিহার-ঔষধ দায়ক মাত্র। ধনী হউক বা দরিদ্র হউক, নিজ ঔরষ জাত পুত্র বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজ্যার্থ যে দান করে, সে ব্যক্তি বুদ্ধ-শাসনের অধিকারী হয়। রাজা ধর্ম্মাশোক ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন—"অহো! আমি এত দানাদি পুণ্যকাজ করিয়াছি, তথাপি বুদ্ধ শাসনের অধিকারী হইতে পারিলাম না। কি প্রকারে এই বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হইব?" এই চিন্তায় ধর্ম্মাশোক অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। এমন সময় তাঁহার পুত্র মহীন্দ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন—তাত! তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে কি? তচ্ছ্রবণে যুবরাজ মহীন্দ সন্তোষের সহিত বলিলেন—হাঁ পিতঃ, ইহাতে আমি সম্মত আছি। আপনি আমাকে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যার্থ দান করিয়া অক্ষয় পুণ্য লাভ করুন এবং বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকারী হউন। তখন তাঁহার কন্যা সঙ্ঘমিত্রাও প্রব্রজ্যার্থিনী হইলেন। মহারাজ ধর্ম্মাশোক পুত্র-কন্যার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে বলিলেন—"ভন্তে! আমার এই পুত্র কন্যাদ্বয়কে বুদ্ধ শাসনে দান করিলাম, তাহাদিগকে প্রব্রজিত করিয়া আমাকে বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকারী করুন।"

তখন ভিক্ষুসঙ্ঘ তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিলেন, প্রব্রজিত ক্ষণেই তাহারা উভয়ে অরহত্ব ফল লাভ করিলেন।

সেই কারণে ধার্ম্মিক মাতা পিতা এই অক্ষয় পুণ্য লাভের জন্য নিজের পুত্র কিম্বা অপরের পুত্রকে ন্যূনকল্পে সাত দিনের জন্য হইলেও বুদ্ধশাসনে দান করেন। আর যাবজ্জীবনের জন্য নিজের কিম্বা অপরের পুত্র বুদ্ধ শাসনে দান করিলে তাহা অতি উত্তম কথা।

———

বুদ্ধ শাসনে পুত্র দানের বিধান।

প্রথমে প্রব্রজ্যার্থীর কেশাদি ছেদন করাইয়া ভিক্ষু শ্রামণেরের ব্যবহারোপযোগী আটটি দ্রব্য সহ ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইবে। ভিক্ষু শ্রামণেরের ব্যবহারের উপযুক্ত আটটি দ্রব্যকে পালিতে—"অট্ঠপরিক্খার বলে।" সেই অট্ঠপরিক্খার এই :—

তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসি সূচী চ বন্ধনং,
পরিস্সাবনঞ্চ দেমি, অট্ঠবিধং পরিক্খারং।

১। সঙ্ঘাটি, ২। উত্তরাসঙ্ঘ, ৩। অন্তর্বাস, ৪। পাত্র, ৫। খুর বা ছুরি, ৬। সূচী, ৭। কটিবন্ধনী, ৮। জল ছাকুনী। এই আটটি দ্রব্য ভিক্ষু শ্রামণেরদের নিত্য প্রয়োজনীয়। তাই উক্ত দ্রব্য আটটি সহ ছেলেকে লইয়া ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। ভিক্ষু শ্রামণেরের ব্যবহারোপযোগী আরও চারিটি বস্তু প্রব্রজ্যাপ্রার্থীকে প্রদান করিতে হয়। যথা :—শ্রামণেরের ব্যবহারোপযোগী জুতা, (চটি জুতা নহে) লাঠি, শ্বেতছত্র ও বিছানা।

দশ বর্ষের কম বয়স্ক ভিক্ষুরা প্রব্রজ্যা প্রদানের অনুপযোগী। আবার যিনি দশবর্ষ হইয়াছেন, অথচ ত্রিশরণ স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন না, তিনিও অপরকে প্রব্রজ্যা প্রদানের অনুপযোগী। যেহেতু ভগবান বিনয় মহাবর্গে ও তদর্থকথায় বলিয়াছেন "শরণ গমন অর্থাৎ ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারাই শ্রামণেরগণের প্রব্রজ্যা সিদ্ধ হয়।" এই কারণে ত্রিশরণ গ্রহণ করাইবার সময় খুব স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে হয়। প্রব্রজ্যার্থীরও ঠিক সেইভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। কারণ প্রব্রজ্যা শুদ্ধির ভার উভয়ের বিশুদ্ধ উচ্চারণের উপর নির্ভর করে।

প্রব্রজ্যার্থী প্রব্রজিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রামণেরগণের নিত্য প্রয়োজনীয় চীবর পরিধান ও গায়ে দেওয়ার প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা, শরণগমন, দশশীল—দশশীলের অর্থ ও ৭৫টী "সেখিয়া" নীতি জানিয়া রাখা অতি উত্তম। এইরূপ হইলে প্রব্রজ্যার্থী অতি পরিশুদ্ধ ভাবে শীল রক্ষা করিতে

পারে। তাহারা অল্পদিনের মধ্যেও বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া প্রব্রজ্যার উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারে।

প্রব্রজ্যা প্রার্থনা।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী সভাস্থ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া শুধু ত্রিচীবরগুলি হস্তে লইবে তারপর পায়ের অগ্রভাগে ভার করিয়া উপবিষ্ট হওতঃ প্রব্রজ্যা প্রদানকারী ভিক্ষুকে বিনয় বচনে বলিবে :—

"ওকাস, অহং ভন্তে, পব্বজ্জং য়াচামি,
দুতিয়ম্পি, অহং ভন্তে পব্বজ্জং য়াচামি,
ততিয়ম্পি অহং ভন্তে, পব্বজ্জং য়াচামি।"

অবকাশ প্রদান করুন, ভন্তে! আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছি। ভন্তে! দ্বিতীয়, তৃতীয়, বারও আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছি। ইহা বলার পর পুনঃ—

প্রব্রজ্যাপ্রার্থীপ্রব্রজ্যা প্রদানকারী ভিক্ষুকে চীবরগুলি দিয়া প্রার্থনা করিবে—

সব্বদুক্খ-নিস্সরণ-নিব্বাণ সচ্ছিকরণত্থায় ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। দুতিয়ম্পি, সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণ সচ্ছিকরণত্থায় ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। ততিয়ম্পি, সব্বদুক্খ নিস্সারণ নিব্বাণ সচ্ছিকরণত্থায় ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।

প্রভো। সর্ব্ব দুঃখ নিষ্কৃতি ও নির্ব্বাণ লাভ করিবার জন্য, এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া অনুকম্পাপূর্ব্বক আমাকে প্রব্রজিত করুন। দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি। —এই বলিয়া চীবর সমূহ ভিক্ষুর হাতে দিবে।

ভিক্ষু হইতে পুনঃ কাষায় বস্ত্র ফেরৎ লওয়া।

সব্ব দুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণ-সচ্ছিকরণত্থায় এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। দুতিয়ম্পি সব্ব দুক্খ-নিস্সরণ-নিব্বাণ-সচ্ছিকরণত্থায় এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়। ততিয়ম্পি, সব্ব দুক্খ নিস্সরণ নিব্বাণ সচ্ছিকরণত্থায় এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে ; অনুকম্পং উপাদায়।

ভন্তে! সর্ব্ব প্রকার দুঃখের বিনাশ ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করণার্থ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এই কাষায় বস্ত্র সমূহ দিয়া প্রব্রজিত করুন, এই বলিয়া ভিক্ষুর হস্ত হইতে ত্রিচীবর গ্রহণ করিতে হয়।

চীবর পরিধানের নিয়ম।

ভিক্ষুর হস্ত হইতে ত্রিচীবর গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রটি বলিতে বলিতে চীবর পরিধান করিতে হয়।

"পটিসঙ্খা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, য়াব দেব সীতস্স পটিঘাতায় উণ্হস্স পটিঘাতায়, ডংস-মকস বাতাতপসিরিংসপসম্ফস্সানং পটিঘাতায় য়াব দেব হিরিকোপিন পটিচ্ছাদনত্থং।"

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে চীবর পরিধান করিয়া প্রব্রজ্যা প্রদানকারী ভিক্ষু হইতে মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া অশুভ কর্ম্মস্থান গ্রহণ করিতে হয়।

কর্ম্মস্থান।

কেসা লোমা নখা দন্তা তচো ; তচো দন্তা নখা লোমা কেসা।

কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক, এইরূপে অশুভ ভাবনা গ্রহণের পর প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করিতে হইবে।

প্রব্রজ্যাশীল প্রার্থনা।

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং য়াচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিয়ম্পি অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং য়াচামি। অনুগ্গহংকত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। ততিয়ম্পি অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং য়াচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

প্রভো! অবকাশ প্রদান করুন। ভন্তে! আমি ত্রিশরণ সহ শ্রামণের গণের প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা করিতেছি। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া শীল প্রদান করুন।

প্রব্রজ্যা প্রদানকারী ভিক্ষু—"য়মহং বদামি তং বদেহি [একের অধিক হইলে] বদেথ" বলিতে হইবে।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী—আম ভন্তে।

ভিক্ষু—নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী— " " "
[তিনবার বলিতে হইবে]

তৎপর প্রব্রজ্যা প্রদানকারী ভিক্ষু তাহাকে খুব পরিশুদ্ধ উচ্চারণে ত্রিশরণ প্রদান করিবেন।

শরণ গমন প্রথমে অনুস্বারান্ত উচ্চারণ করিয়া প্রদান করিতে হইবে। যথা:—"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি। অনুস্বারান্ত বলার পর পুনঃ অনুস্বার স্থানে ম্‌কারান্ত করিয়া প্রদান করিতে হইবে। যথা—"বুদ্ধম্ সরণম্ গচ্ছামি, ধম্মম্ সরণম্ গচ্ছামি, সঙ্ঘম্ সরণম্ গচ্ছামি" দুতিয়ম্পি ততিয়ম্পি, বলিতে হইবে। ত্রিশরণ প্রদান

শেষ হইলে ভিক্ষু বলিবেন—"তিসরণ গমনং সম্পুন্নং"

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী—আম ভন্তে।

ভিক্ষু ১। পানাতিপাতা বেরমণী

২। অদিন্নাদানা বেরমণী

৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী

৪। মুসাবাদা বেরমণী

৫। সুরামেরয়-মজ্জ-প্পমাদট্ঠানা বেরমণী

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী

৭। নচ্চ-গীত বাদিত-বিসুকদস্সন বেরমণী

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী

৯। উচ্চসয়না-মহাসয়না বেরমণী

১০। জাতরূপ-রজত পটিগ্গহণা বেরমণী

"ইমানি পব্বজ্জা সামণের দসসিক্খা পদানি সমাদিয়ামি" [ইহা তিনবার বলিতে হইবে] এই দশশীল প্রদান করিলে ভিক্ষু উপসংহারে বলিবেন—"তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।"

প্রব্রজিত—"আম ভন্তে" বলিয়া তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিবে।

শ্রামণেরগণ একাকী বিহারে পুরোহিত হইয়া বাস করা বিনয় সম্মত নহে। তাহার প্রব্রজিত হওয়ার পর হইতেই আচার্য্য উপাধ্যায়ের সঙ্গেই বাস করিতে হয়। প্রব্রজিত হওয়ার পরক্ষণেই প্রব্রজ্যা প্রদানকারী কিম্বা তিনি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাহাকে "উপজ্ঝায়ো মে ভন্তে হোহি" এই বলিয়া উপাধ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে। উপাধ্যায় বলিবেন—"পতিরূপং" প্রব্রজিত বলিবে—"সাধু অহং ভন্তে সম্পটিচ্ছামি।"

ভিক্ষু—আমি যাহা বলিতেছি তাহা বল।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী—হাঁ প্রভো।

ভিক্ষু—সেই অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী— " " " তিনবার।

ভিক্ষু—বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

প্রব্রজ্যাপ্রার্থী— „ „ „ তিনবার।

ভিক্ষু—ত্রিশরণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হইল।

ভিক্ষু বলিবার পর প্রব্রজ্যাপ্রার্থী বলিবে—

১। ছোট বড় যে কোন প্রাণী হত্যা হইতে বিরতি,

২। অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরতি,

৩। হীনাচরণ হইতে বিরতি,

৪। মিথ্যাকথা হইতে বিরতি,

৫। সুরা, গাঁজা, আফিং, আরও যতপ্রকার নেশা দ্রব্য আছে, সে সমস্ত সেবন হইতে বিরতি,

৬। নৃত্য, গীত বাদ্য বিপরীত ভাবে দর্শন করা হইতে বিরতি,

৭। বিকাল ভোজন হইতে বিরতি.

৮। পুষ্প-মালাদি সুগন্ধি-বিলেপনীয় ধারণ করা ও মণ্ডণ করা এবং যত প্রকার বিভূষণীয় বস্তু আছে সেই সমস্ত হইতে বিরতি,

৯। এক হাতের অধিক উচ্চ শয্যা ও তোষকাদি মহা শয্যা হইতে বিরতি

১০। স্বর্ণ-রৌপ্য-টাকা-পয়সা প্রতি গ্রহণ হইতে বিরতি, এই দশ-বিধ শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

ভিক্ষু—ত্রিশরণ সহ প্রব্রজ্যা শ্রামণের দশশীল ধর্ম্ম, সুন্দররূপে সুরক্ষিত করিয়া অপ্রমাদের সহিত সম্পাদন কর।

প্রব্রজিতগণের ৭৫টি 'সেখিয়া' নীতি পালন করিতে হয়। বাহুল্য বোধে এই পুস্তকে উহা দেওয়া হইল না। (আমার আচার্য্য অনুবাদিত ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থের শেষাংশে দেখুন।)

দেশনা-পরিচ্ছেদ

পুনপ্পুন সুত্তং।

পুনপ্পুনং চেব বপন্তি বীজং, পুনপ্পুনং বস্সতি দেবরাজা।
পুনপ্পুনং খেত্তং কসন্তি কস্সকা, পুনপ্পুনং ধঞ্ঞং উপেতি রট্ঠং।

পুনপ্পুনং য়াচকা য়াচয়ন্তি, পুনপ্পুনং দানপতি দদন্তি।
পুনপ্পুনং দানপতি দদিত্বা, পুনপ্পুনং সগ্গং উপেতি ঠানং।
পুনপ্পুনং খীরনিকা দুহন্তি, পুনপ্পুনং বচ্ছো উপেতি মাতরং।
পুনপ্পুনং কিলমতি ফন্দতি চ, পুনপ্পুনং গব্ভং উপেতি মন্দো।
পুনপ্পুনং জায়তি মীয়তি চ পুনপ্পুনং সিবথিকং হরন্তি।
মগ্গং চ লদ্ধা অপুনব্ভবায়, ন পুনপ্পুন জায়তি ভূরিপঞ্ঞো।

বীজ পুনঃপুন বপিত হয়। মেঘ পুনঃপুন বারি বর্ষণ করে কৃষকগণ পুনঃপুন ক্ষেত্র কর্ষণ করে। মাঠ হইতে পুনঃপুন ধান্য রাজ্যে আনীত হয়। যাচকগণ পুনঃপুন যাচ্ঞা করে। দানপতি পুনঃপুন দান করে। দানপতিগণ পুনঃপুন দান দিয়া, স্বর্গে উপনীত হয়। দুগ্ধ প্রার্থীরা পুনঃপুন গো দোহন করে। বাছুর পুনঃপুন মাতার নিকট উপস্থিত হয়। পুনঃপুন দেব নরগণ ক্লেশ পাইয়া থাকে ও লোকধর্ম্মে কম্পিত হইয়া থাকে। মন্দ কামীরা পুনঃপুন গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে। পুনঃপুন জীবগণের জন্ম মৃত্যু হয়। শ্মশানে মৃতদেহ পুনঃপুন নিয়া যায়। মহাজ্ঞানীগণ পুনঃপুন ভবে উৎপন্ন না হইবার রাস্তা লাভ করিয়া পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করেন না।

দুর্ল্লভ বচন।

মহাকারুণিক ভগবান গন্ধকুটির বারন্দাতে বসিয়া পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাদ পিঠে দাঁড়াইয়া ভিক্ষু সংঘকে এই উপদেশ দিতেন—

ভিক্খবে! অপ্পমাদেন সম্পাদেথ; হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অপ্রমাদের সহিত স্বকার্য্য সম্পাদন কর। যেহেতু :—

দুল্লভো বুদ্ধোপ্পাদো লোকস্মিং; জগতে বুদ্ধের উৎপত্তি অতিশয় দুর্ল্লভ।

বুদ্ধাদিচ্চে অনুদিতে সিদ্ধিমগ্গাবভাসকে,
মোহান্ধকারে বত্তন্তো কথং পুঞ্ঞং করিস্সতি?

বুদ্ধরূপী মহাসূর্য্য উদিত না হইলে জগত অবিদ্যান্ধকারে আবৃত থাকে; এবং জীবগণও সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞানাভাবে তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। তাই তাহারা বিপথগামী হয়।

বুদ্ধ-সূর্য্যের আলোক ভিন্ন নির্ব্বাণ পথ দেখা যায় না। তিনিই এই নির্ব্বাণ মার্গের প্রবর্ত্তক বা প্রচারক। সেই বুদ্ধ সূর্য্য উদিত না হইলে মোহান্ধকার আচ্ছন্ন জীবগণ কিরূপে নির্ব্বাণ পথ দর্শন করিবে?

যং ভাবনা ময়ং পুঞ্ঞং সচ্চাভিসময়াবহং,
তস্সোকাসাভাবেন এতে অক্খণ সম্মতা।

বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে সদেব-মানব-ব্রহ্মাদি প্রাণিগণ চারি-আর্য্যসত্য অর্থাৎ ইহা "দুঃখ সত্য, ইহা সমুদয় সত্য, ইহা নিরোধ সত্য ও ইহা মার্গ সত্য বলিয়া জানিতে পারেন না। শমথ-বিদর্শন ভাবনাদি দ্বারা জীবগণ যেই পুণ্য লাভ করে বুদ্ধের উৎপত্তি না হইলে তাহাও পারে না।

সেই কারণে বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে জন্মগ্রহণ অক্ষণ নামে কথিত হয়। "দুল্লভো মনুস্সত্ত পটিলাভো" জগতে মনুষ্যত্ব লাভ করাও অতি দুর্লভ।

বুদ্ধাদিচ্চে অনুদিতে সিদ্ধিমগ্গাবভাসকে,
মোহান্ধকারে বত্তন্তো কথং পুঞ্ঞং করিস্সতি ?

বুদ্ধরূপী মহাসূর্য্য উদিত নাহইলে জগত অবিদ্যান্ধকারে আবৃত থাকে। তদ্ধেতু জীবগণ সর্ব্বজ্ঞতাজ্ঞানাভাবে তাহা ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণে জীবগণ বিপথগামী হইয়া থাকে। বুদ্ধসূর্য্যের আলোক ভিন্ন নির্ব্বাণ পথ দেখা যায় না। তিনিই এই নির্ব্বাণ মার্গের প্রবর্ত্তক বা প্রচারক। সেই বুদ্ধসূর্য্য উদিত না হইলে মোহান্ধকার আচ্ছন্ন জীবগণ কিরূপে নির্ব্বাণ পথ দর্শন করিবে?

যং ভাবনা ময়ং পুঞ্ঞং সচ্চাভিসময়াবহং,
তস্সোকাসা ভাবেন এতে অক্খণ সম্মতা।

বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে সদেব-মানব-ব্রহ্মাদি প্রাণিগণ চারি আর্য্যসত্য অর্থাৎ ইহা "দুঃখ সত্য, ইহা সমুদয় সত্য, ইহা নিরোধ সত্য ও ইহা মার্গ সত্য বলিয়া জানিতে পারেন না। শমথ বিদর্শন ভাবনাদি দ্বারা জীবগণ যেই পুণ্য লাভ করে, বুদ্ধের উৎপত্তি না হইলে তাহা ও পারে না।

সেই কারণে বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে জন্মগ্রহণ, অক্ষণ নামে কথিত হয়। **"দুল্লভো মনুস্সত্তপটিলাভো"** জগতে মনুষ্যত্ব লাভ করা ও অতি দুর্ল্লভ।

বহু নর-নারী মরণের পর নিরয়, প্রেত, তির্য্যগ ও অসুর ভাবেই জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। অতি অল্প নর-নারীই স্বর্গে কিম্বা নরলোকে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পশু পক্ষী প্রভৃতি কুলে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে থাকে ও জ্ঞান শূন্য হয়। তাহাদের চিত্তে কোন প্রকার পুণ্য-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইরূপে নারকীয় জীবেরা নরকে, প্রেতগণ প্রেতলোকে ও অসুরগণ অসুরলোকে নানা প্রকার অসহ দুঃখ বেদনা ভোগ করিতে করিতে কালাতিপাত করে, কোন প্রকার পুণ্য কার্য্য করিবার অবসর পায় না। এই মনুষ্য জন্ম লাভই মহালাভ। মানব জন্মের মধ্য দিয়া মানব সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি ও নির্ব্বাণ সম্পত্তি লাভ করা যায়। সেই নিমিত্ত জন্মের মধ্যে মনুষ্য জন্ম লাভ করাই প্রশস্ত। **"দুল্লভা খণ সম্পত্তি"** অর্থাৎ সময় সম্পত্তি অতি দুর্ল্লভ।

অট্ঠক্খণ বিনিম্মুত্তো খণো পরম দুল্লভো,
তং লদ্ধা কো পমজ্জেয়্য সব্ব সম্পত্তি সাধকং।

অষ্ট অক্ষণ বিনির্ম্মুক্ত ক্ষণ অতি দুর্ল্লভ। সেই সর্ব্বসম্পত্তি সাধক সুখময় ক্ষণ লাভ করিয়া কে প্রমত্ত হয়? অষ্ট অক্ষণ বা অসময় বলিলে **"তয়ো অপায়ো"** প্রেত, তির্য্যগ্ ও অসুর ভবে জন্ম গ্রহণ, **"অরূপ্পাসঞ্ঞমপ্পি চ"** অরূপ ভবে ও অসংজ্ঞ ভবে জন্ম গ্রহণ করা **"পঞ্চিন্দ্রিয়ানং বেকল্লং"** পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায়ের বিকলতা, **"মিচ্ছাদিট্ঠি চ দারুণ"** দারুণ মিথ্যাদৃষ্টি কুলে জন্ম গ্রহণ, **"অপাতুভাবো বুদ্ধস্স সদ্ধম্মামত দায়িনো"** অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মামৃত দাতা বুদ্ধের অনুৎপত্তি কালে জন্মগ্রহণ; এই আটটি স্থানে পুণ্য সাধন করিতে পারে না বলিয়া, অক্ষেত্র নামক কথিত হয়।

উক্ত আটটি অক্ষণ বিমুক্ত সুসময় লাভ করিয়া যাহারা প্রমত্ত হয়, তাহাদের জীবনকে ধিক্। **"দুল্লভা পব্বজ্জা"** প্রব্রজ্যা অতি দুর্ল্লভ।

প্রব্রজিতেরা সর্ব্বদাই নানাবিধ লৌকিক বন্ধন হইতে মুক্ত। যাঁহারা এই লৌকিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বিনাক্লেশেই নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন! তাঁহাদের জন্য স্বর্গ মোক্ষের দ্বার অবারিত। **"দুল্লভং সদ্ধম্মসবনং"** সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করা ও দুর্লভ। সদ্ধর্ম্ম রূপ জল বিনা চিত্তের মোহ রূপ গাঢ় কালিমা ধৌত করিবার অন্য কোন দ্রব্য জগতে নাই। সূর্য্যরশ্মি দ্বারা যেমন শিশির তিরোহিত হইয়া জগতের বস্তু প্রকাশ করে, তেমন ধর্ম্মালোকের দ্বারা চিত্তের পাপ তুষার বিদূরিত হয়। সূর্য্যের উত্তাপে যেমন কর্দ্দম বিশুষ্ক হয়, মানবের চিত্ত হইতেও তেমন ধর্ম্ম তাপ দ্বারা মোহরূপ কর্দ্দম শুকাইয়া যায়। সূর্য্যের উত্তাপ লাগিলে যেমন কুমুদিনী সঙ্কুচিত হয়, ধর্ম্ম তাপ দ্বারা ও তেমন কুমতি রূপ কুমুদ সঙ্কুচিত হইয়া যায়! তদ্ধেতু মঙ্গল সূত্রে কথিত হইয়াছে— **"কালেন ধম্ম সাকচ্ছা এতং মঙ্গল মুত্তমং"** অর্থাৎ সময়ে সৎপুরুষ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্ম শ্রবণ করা ও আলোচনা করা একটা উত্তম মঙ্গল জনক কার্য। ভগবান আরও বলিয়াছেন—**"চতুরপায়তো ধারেতী তি ধম্মো"** অর্থাৎ জীবগণকে চারি অপায় হইতে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্ম। প্রাণী মাত্রেই সুখাভিলাষী। জগতে যাহারা ইহকাল ও পরকাল সুখ চায়. শান্তি চায়, তাহাদের পুণ্য রূপ পণ্যের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব পুণ্যাকাঙ্ক্ষী সদ্ধর্ম্ম বৎসলগণ পাপ ধর্ম্মকে থুথুবৎ ত্যাগ করুন। কুশল কর্ম্মকে পুত্রবৎ সস্নেহে বক্ষে ধারণ করুন।

বুদ্ধের দোকান

ব্যাধিতং জনতং দিস্বা অমতাপণং পসারয়িং,
কম্মেন তং কিনিত্বান অমতং অদেথ ভিক্খবো।
কম্ম মূলং গহেত্বান আপণং উপগচ্ছথ,
আরম্মণং কিনিত্বান ততো মুচ্চথ মুত্তিয়া।
কম্মমূলং জনা দত্বা গণহন্তি অমতপ্ফলং,
তেন তে সুখিতা হোন্তি য়ে কীতা অমতপ্ফলং।

যে কেচি অগদা লোকে বিসানং পটিবাহকা,
ধম্মাগদং সমং নত্থি এতং পিবথ ভিক্খবো।
ধম্মোসধং পিবিত্বান অজরামরণা সিয়ুং,
ভাবয়িত্বা চ পস্সিত্বা নিব্বুতো উপধিক্খয়ে।

মহাকারুণিক তথাগত সম্যক্ সম্বুদ্ধ সত্ত্বগণের প্রতি করুণা করিয়া বলিতেছেন ঃ—আমি ভবরোগগ্রস্থ মহাজন সঙ্ঘকে দেখিয়া অমৃতের দোকান খুলিয়াছি। রোগ হইতে পরিত্রাণকামিগণ কুশল কর্ম্মদ্বারা তাহা ক্রয় করিয়া অমৃত পান কর। অমৃত প্রার্থীরা কর্ম্মরূপ মূল্য গ্রহণ করিয়া এই দোকানে উপস্থিত হও। এই দোকান হইতে কুশল নিমিত্ত কিনিয়া, ভব-রোগ হইতে মুক্ত হও। জনসঙ্ঘ কর্ম্ম মূল্য দিয়াই অমৃত ফল গ্রহণ করে। যাহারা এই অমৃত ফল ক্রয় করিয়াছে, জগতে তাহারাই সুখী হইয়া থাকে। জগতে বিষধ্বংশকারী যেই যেই ঔষধ সমূহ আছে, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মৌ-ষধির ন্যায় এমন মহৌষধ আর নাই। সকলে এই ঔষধই পান কর। এই ধর্ম্মৌষধ পান করিয়া অজর অমর হও। আমার এই অমৃতের দোকান হইতে ধর্ম্মামৃত ক্রয় কর এবং পান করিয়া উপাধি ক্ষয় করতঃ উপশান্ত হও।

চারিপ্রকার কর্ম্ম।

কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ—যথা ঃ—**জনক, উপথম্ভক, উপপীলক ও উপ-ঘাতক।**

জনক কর্ম্ম, কুশলাকুশল চেতনা উৎপাদন করে। উপথম্ভক কর্ম্ম কুশলাকুশল কার্য্য উৎপন্ন কালে জোড় প্রদান করে। পুরাতন ঘর যেমন পতিত হইবার কালে জোড় প্রদান করিলে কিছুদিন স্থিত থাকে, কুশলাকুশল চিত্ত ও উৎপন্ন হইবার সময়ে উপথম্ভক কর্ম্ম তেমন ঠেশ প্রদান করে।

উপপীলক কর্ম্ম অন্যান্য কর্ম্মের অবসর সময়ে আসিয়া পীড়া প্রদান করে। তাই অনেক রোগাদি উৎপন্ন হয়।

উপঘাতক কর্ম্ম সুযোগ পাইলে কুশলাকুশল কর্ম্মদ্বয়কে উচ্ছেদ করে।

সপ্ত অপরিহানি মূলক ধর্ম্ম।

এক সময় ভগবান অজাত শত্রুর অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে অমাত্য যাহারা নিম্নোক্ত সাতটি বিষয় সুন্দর রূপে পালন করে, কখনও তাহারা অন্যের নিকট পরাজিত হয় না। যথা—

১। অভিণ্হং সন্নিপাতা ভবিস্সন্তি। যাহারা সর্ব্বদা একত্রিত হয়।

২। বহুলা সমগ্গা সন্নিপতন্তি, সমগ্গাবুট্ঠহন্তি, সমগ্গা করণীয়ানি করোন্তি। যাহারা মৈত্রীভাবে সভা সমিতিতে একত্রিত হয়, সভাশেষ হইলে একত্রে চলিয়া যায় এবং কোন কার্য্যাদি উৎপন্ন হইলে সকলে মিলিত হইয়া সম্পাদন করে, সর্ব্বদা তাহাদের উন্নতি হয় এবং অবনতির পথ বন্ধ হইয়া যায়।

৩। "অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি"
যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে ধম্মে সমাদায় বত্তন্তি।

যাহারা সমাজে কিম্বা দেশে কুনীতি স্থাপন করেনা, পূর্ব্বে স্থাপিত সুনীতির উচ্ছেদ করে না এবং প্রাচীন নীতি মতে যথাবথ ভাবে বিচরণ করে, তাহারা ও পরাজিত হয় না। সর্ব্বদাই তাহারা শ্রীবৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হইতে থাকে।

৪। মহল্লকে সক্করোন্তি, গরুকরোন্তি, মানেন্তি, পূজেন্তি, তেসং চ সোতব্বং মঞ্ঞন্তি। যাহারা বৃদ্ধদিগকে সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, পূজা করে এবং তাহাদের বাক্য শ্রবণ করা উচিৎ বলিয়া মনে করে, তাহারা অচিরেই উন্নতি লাভ করে। তাহারা যে কোন স্থানে পরাজিত হয় না।

৫। "য়া তা কুলিত্থিয়ো কুলকুমারিয়ো ন ওক্কস্স পসযহ বাসেন্তি"। যে কোন কুল স্ত্রী ও কুল কুমারীদিগকে বল পূর্ব্বক অন্যায় আচরণে বাধ্য করে না, ধর্ম্মদ্বারে স্বাধীনতা দেয়।

৬। "য়ানি য়ানি চেতিয়ানি অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি তানি ন

সক্করোন্তি, গরুকরোন্তি, মানেন্তি, পূজেন্তি, তেসঞ্চ দিন্নপূব্বং কতপূব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেন্তি।" যাহারা গ্রামের বাহিরে ভিতরে যেই যেই চৈত্য আছে, তাহাদের সৎকার করে, গৌরব করে, সম্মান করে, পূজা করে এবং সেই চৈত্য সমূহে পূর্ব্ব ধর্ম্মতঃ দান কর্ম্ম ও পূজা ত্যাগ করে না, তাহারা দৈনন্দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কোন-দিন তাহাদের পরাজয় হয় না।

৭। "অরহন্তেসু ধম্মিকা রক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা হোতি, কিন্তি অনাগতা চ অরহন্তো বিজিতং আগচ্ছেয়্যুং, আগতা চ অরহন্তো বিজিতে ফাসুং বিহরেয়ুং, বুড্ডিয়েব পটিকঙ্খা নো পরিহানি।"

যাহারা অরহত ও শীলবানদিগকে ধর্ম্মতঃ রক্ষা করে, পালন করে, তাহাদের সুখ সুবিধার আয়োজন করে, দেশে যে অরহত আসেন নাই, কি প্রকারে আসিবেন, সেই চিন্তা করে, অপর অরহৎগণ দেশে নিরাপদে বাস করিতেছেন কিনা ইত্যাদি তালাস করে, তাহাদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিহানি হয় না।

উপাসকের দশটি গুণ।

১। উপাসকো সঙ্ঘেন সমান সুখো দুক্খো হোতি—উপাসক মাত্রেই সঙ্ঘের সুখে সুখী ও সঙ্ঘের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে।

২। ধম্মাধিপতেয়্যো হোতি—ধর্ম্মকে অধিপতি রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। যথা বলং সংবিভাগরতো হোতি—যাহা নিজ ভাণ্ডারে আছে; তাহা যথাশক্তি ভাগ বণ্টন করিয়া দিবে।

৪। জিনসাসন পরিহানিং দিস্বা অভিবুড্ডিয়া বায়মতি—বৌদ্ধ শাসনের অর্থাৎ ধর্ম্মের পরিহানি দেখিয়া তাহার অভিবৃদ্ধি হেতু চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। সম্মাদিট্‌ঠিকো হোতি, অপগতো কোতুহল 'মঙ্গলিকো—

সম্যক্ দৃষ্টি সম্পন্ন হইতে হইবে এবং দৃষ্ট মাঙ্গলিকাদিতে কৌতূহল ত্যাগ করিতে হইবে।

৬। জীবিত হেতুপি ন অঞ্ঞং সত্থারং উদ্দিসতি—জীবন যায় যাউক; তথাপি অন্য ধর্ম্ম গুরুর আশ্রয় নেয় না।

৭। কায়িকং বাচনিকং চস্স রক্খিতং হোতি—কায়-বাক্য সুরক্ষিত করিতে হয়।

৮। সমগ্গারাম হোতি—সর্ব্বদা একতা বদ্ধ থাকিয়া শান্তি লাভ করিতে হয়।

৯। অনুসূয়কো হোতি, ন চ কুহন বসেন সাসনে চরতি—ঈর্ষা ও পাপ ত্যাগ করিতে হইবে। বুদ্ধের ধর্ম্মে কাহারও গুণমর্দ্দন করিতে নাই।

১০। বুদ্ধং সরণং গতো হোতি, ধম্মং সরণং গতো হোতি, সঙ্ঘং সরণং গতো হোতি—এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

উপমা।

১। কচ্ছপ যেমন শৃগাল দর্শন করিয়া মস্তক ও পা চারিখানি ঢালে গুটাইয়া শৃগালকে প্রতারণা করে, তেমন যোগীগণ ও আরম্মণ রূপী ঢালে চিত্ত বিতর্ক গুটাইয়া মারকে প্রতারণা করেন।

২। রাজা জনৈক ব্যক্তিকে এই বলিয়া আদেশ করিলেন—তুমি এই তৈল পূর্ণ পাত্রটি হাতে লইয়া নগর ঘুরিয়া আইস। এই পাত্র হইতে যদি একবিন্দু তৈল পতিত হয়, তাহা হইলে তোমার শিরচ্ছেদ করা হইবে। এই বলিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শনার্থ একজন অসিধারী তাহার সঙ্গে দিলেন। সে অসি উত্তোলন করিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভয় দেখাইতেছে। এই খানে রাজা কর্ম্মের ন্যায়। অসি পাপের ন্যায়। অসিধারী পুরুষ মার তুল্য এবং তৈল পাত্রধারী যোগীর ন্যায়।

৩। ভেদবাক্য সর্পের ন্যায় দংশনকারী, চোরের ন্যায় সর্ব্ববিত্তহারী এবং যক্ষের ন্যায় জীবন ধ্বংসকারী।

৪। অভেদবাক্য দন্তহীন সর্পের ন্যায় স্থূল পদ যুগল হীন কর্কটের ন্যায় ও শৃঙ্গ ভগ্ন বৃষভ তুল্য।

৫। সৎ পুরুষগণ মহামেঘ বর্ষিত বারিধারার ন্যায়।

৬। শ্রদ্ধাবান কুলপতি হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায়।

৭। অপরিশুদ্ধ কায়িক বাচনিক কর্ম্ম ধূলি প্রক্ষিত বস্ত্রের ন্যায়।

৮। অপরিশুদ্ধ বাক্য ও পরিশুদ্ধ কায়িক কর্ম্ম শৈবাল পূর্ণ পুষ্করিণীর জলের ন্যায় নির্ম্মল।

৯। গোষ্পদ মাত্র জলে পাত্র ডুবাইলে জল যেমন বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, কায় বাক্যে অসংযত ব্যক্তি ও তেমন বিক্ষিপ্ত।

চারি প্রকার মানব।

মানব চারি প্রকার। যথা:—নৈরয়িক মানব, প্রেত মানব, তির্য্যগ মানব ও পরমার্থ মানব।

১। যাহারা মানব হইয়া প্রাণীহত্যাদি অকরণীয় কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক রাজা ও রাজ পুরুষ আদি হইতে হস্ত পদ ছেদনাদি নানা প্রকার দুঃখ জনক শাস্তি পায়, তাহাদিগকে নৈরয়িক মানব বলে।

২। যাহাদের পূর্ব্ব কৃত পুণ্য অভাবে খাদ্য ভোজ্য মিলে না, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া দুঃখে বাস করে, তাহাদিগকে প্রেত মানব বলে।

৩। যাহারা সর্ব্বদা পরের অধীনে থাকিয়া ভার বহন করে সচ্চরিত্র রূপ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অনাচারে প্রবৃত্ত হয় তজ্জন্য অপরের দ্বারা উৎপীড়িত হওতঃ মরণ ভয়ে গহন বনে বহু দুঃখে বিচরণ করে এবং হিতাহিত না জানিয়া নিদ্রা, আলস্য ও দুঃখ বহুল হইয়া বাস করে তাহাদিগকে তির্য্যগ মানব বলে।

৪। আর যাহারা নিজের হিতাহিত জানিয়া লজ্জা ও ভয়শীল, সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি দয়াবান, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিশ্বাস করে, অকুশল কর্ম্ম পথ ত্যাগ করে, কুশল কর্ম্ম আচরণ করে এবং সর্ব্বদা দানশীলাদি পুণ্য কায করে, তাহারাই মানব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পরমার্থ মানব নামে কথিত হয়। "দেবতা তাদিসমেব মনুস্সং ইচ্ছন্তি" দেবতারা এতাদৃশ মানবই ইচ্ছা করেন।

ত্রিবিধ দান পারমী।

১। পুত্ত ধনাদি বাহির বথু পরিচ্চাগো দান পারমী। স্ত্রী, পুত্র, ধন ও সম্পত্তি আদি বাহ্যিক বস্তু দান করাকে "দান পারমী" বলে।
২। অত্তনো অঙ্গ পরিচ্চাগো দান উপপারমী। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দান করাকে "দান উপপারমী" বলে।
৩। অত্তনো জীবিত পরিচ্চাগো দান পরমত্থ পারমী। পরোপকারার্থ নিজের জীবন দান করাকে "দান পরমার্থ পারমী" বলে।

সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম্ম।

"সত্তিমে ভিক্খবে ধম্মা উপাসকস্স পরিহানায় সংবত্ততি। কত মে সত্ত?" হে ভিক্ষুগণ সপ্তবিধ ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে উপাসকের অবনতি হয়। সেই সপ্তবিধ ধর্ম্ম কি?

১। ভিক্ষু দর্শন হইতে বঞ্চিত হওয়া, ২। সদ্ধর্ম্ম শ্রবণে উদাসীন হওয়া, ৩। পঞ্চশীল শিক্ষা ও পালন না করা, ৪। ভিক্ষুদের প্রতি অপ্রসন্ন হওয়া, ৫। বিশৃঙ্খল চিত্তে ধর্ম্ম শ্রবণ করা, ৬। লোকের দোষ অন্বেষণ করা, ৭। এই শাসনের বাহিরে দানাদি দিবার পাত্র অন্বেষণ করা ও ঐ পাত্রে দান করা।

দুর্ল্লভ মানব জীবন।

ভগবান এক সময় নখাগ্রে কতেক বালুকা স্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে বলিলেন—আমি নখাগ্রে যেই বালি স্থাপন করিয়াছি তাহা কি অধিক? না এই মহাপৃথিবীই অধিক?

প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ বলিলেন—ভগবানের নখাগ্রের মৃত্তিকা মহাপৃথিবীর মৃত্তিকার সঙ্গে উপমিতও হইতে পারে না।

হাঁ ভিক্ষুগণ! এইরূপ জীবগণ মনুষ্য কুলে অল্পমাত্র জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু বহু সত্ত্ব অন্যান্য হীনজন্ম প্রাপ্ত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু এইরূপ শিক্ষা করা একান্তই উচিৎ যে—আমরা অপ্রমত্ত ভাবে বাস করিব। নিশ্চয়ই তোমাদের ইহা শিক্ষা করা উচিত।

ভোগ সম্পত্তি পরিহীনের হেতু।

নট্ঠং ন গবেসন্তি, জিণ্ণং ন পটিসঙ্করোন্তি, অপরিমিত পান ভোজনা হোন্তি, দুস্সীলং ইত্থিং বা পুরিসং বা অধিপচ্চে ঠপেন্তি।

যাহারা কোন জিনিষ নষ্ট হইলে তাহা আর তালাস করে না, জীর্ণ দ্রব্যাদি পুনঃ মেরামত করে না, অপরিমিত পান-ভোজন করে, দুঃশীল স্ত্রী পুরুষের হস্তে সর্ব্বপ্রকার ভারার্পণ করে, তাহারা ভোগ সম্পত্তিতে উন্নত হইতে পারে না। যাহারা ইহার বিপরীত কায করে জগতে তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য। আধুনিক জগতে যে সমাজ ধন-জনে হীন, সেই সমাজ আত্মহিত ও পরহিতের মধ্যে কোন হিতই সম্পাদন করিতে পারে না। তদ্ধেতু প্রত্যেক নর নারী মাত্রেই আলস্য রোগে বীর্য্যরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আরোগ্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। নিয়মিত কায়িক-মানসিক পরিশ্রমদ্বারা মন যত প্রফুল্ল থাকে, আলস্যদ্বারা ততোধিক কলুষিত হয়। যাহাদের চিত্ত কলুষিত হয়, জগতে তাহারা কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারে না।

সূত্র পরিচ্ছেদ

পরিত্রাণ প্রার্থনা।

১। বিপত্তি পটিবাহায়, সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।
সব্বদুক্‌খবিনাসায়, সব্বভয়বিনাসায়॥

২। সব্বরোগবিনাসায়, ভবে দীঘায়ুদায়কং।
চিত্তং উজুং করিত্বান, পরিত্তং ব্রুথ মঙ্গলং॥

বঙ্গানুবাদ—বিপত্তি দূর ও সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তি লাভের জন্য, সর্ব্ব প্রকার দুঃখ, ভয় ও রোগবিনাশের জন্য জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ুপ্রদ পরিত্রাণ সূত্র সরল চিত্তে পাঠ করুন।

সাধারণভাবে দেবতাআমন্ত্রণ

সমন্তচক্কবালেসু, অত্রাগচ্ছন্তু দেবতা।
সদ্ধম্মং মুনিরাজস্স, সুণন্তু সগ্গমোক্খদং॥
ধম্ম-সবণ-কালো অয়ং ভদন্তা (তিনবার)।

বঙ্গানুবাদ।—সমস্ত চক্রবালবাসী দেবগণ এখানে আগমন করুন। মুনিরাজের স্বর্গমোক্ষপ্রদ সত্যধর্ম্ম শ্রবণ করুন। হে মাননীয় দেবগণ! ধর্ম্ম শুনিবার এই উপযুক্ত কাল।

বিশেষ দেবতা আমন্ত্রণ।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।
য়ে সন্তা সন্তচিত্তা তিসরণ-সরণা এত্থ লোকন্তরে বা,
ভুম্মাভুম্মা চ দেবা গুণগণগহণ ব্যাবটা সব্বকালং,

এতে আয়ন্তু দেবা, বরকনকময়ে মেরুরাজে বসন্তো,
সন্তো সন্তোসহেতুং মুনিবরবচনং সোতুমগ্গং সমগ্গং।

বঙ্গানুবাদ।—এখানে বা লোকান্তরে ভূমি ও আকাশবাসী এবং স্বুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ স্থমেরু পর্ব্বতবাসী শান্ত দেবগণও শান্তচিত্ত, ত্রিশরণ-শরণাগত ও সতত পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত যে সকল দেবতা আছেন, সেই সমস্ত দেবতা পরম সন্তোষ বিধানার্থ বুদ্ধ-বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করুন।

দেবতাদিগকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা

সব্বেসু চক্কবালেসু, যক্খা দেবা চ ব্রহ্মানো।
য়ং অম্হেহি কতং পুঞ্ঞং, সব্ব সম্পত্তিসাধকং॥
সব্বে তং অনুমোদিত্বা, সমগ্গা সাসনে রতা।
পমাদরহিতা হোন্তু, আরক্খাসু বিসেসতো॥

বঙ্গানুবাদ।—সর্ব্বসম্পত্তি সাধক যে পুণ্য আমাদের দ্বারা কৃত হইয়াছে, চক্রবালবাসী দেবতা, যক্ষ ও ব্রহ্মাগণ তাহা অনুমোদন করিয়া একতাবদ্ধ ও শাসনরত হউন, বিশেষতঃ রক্ষা কার্য্যে সতর্ক হউন।

বুদ্ধ শাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা

সাসনস্স চ লোকস্স বুড্ঢী ভবতু সব্বদা।
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ, দেবা রক্খন্তু সব্বদা॥

সকলের স্থখ কামনা

সদ্ধিং হোন্তু স্থখী সব্বে, পরিবারেহি অত্তনো।
অনীঘা স্থমনা হোন্তু সহ সব্বেহি ঞাতীভি॥

বঙ্গানুবাদ।— সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও জগতের শ্রীবৃদ্ধি হউক। দেবগণ ধর্ম্ম ও জগতকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকলে স্ব স্ব পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শারীরিক ও মানসিক সুখী ও দুঃখহীন হউক।

দেবতাগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা।

রাজতো বা, চোরতো বা, মনুস্সতো বা, অমনুস্সতো বা, অগ্গিতো বা, উদকতো বা, পিসাচতো বা, খানুকতো বা, কণ্টকতো বা, নক্খত্ততো বা, জনপদরোগতো বা, অসদ্ধম্মতো বা, অসন্দিট্‌ঠিতো বা, অসপ্পুরিসতো বা, চণ্ড-হত্থী-অস্স-মিগ-গোণ-কুক্কুর-অহি-বিচ্ছিক-মণিসপ্প-দীপি-অচ্ছ-তরচ্ছ-সূকর-মহিংস-যক্খ-রক্খসাদীহি নানা ভয়তো বা নানারোগতো বা, নানাউপদ্দবতো বা, আরক্খং গণহন্তু দেবতা।

বঙ্গানুবাদ।—রাজা, চোর, মানুষ, অমানুষ, অগ্নি, জল, পিশাচ, স্থাণু (গোঁজা) কণ্টক, নক্ষত্র, বিসূচিকারোগ, মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, অসৎপুরুষ, উন্মত্ত বারণ, তুরঙ্গ, হরিণ, ষাঁড়, কুকুর, ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক, মণিধর, সর্প, শার্দ্দুল, ভল্লুক, তরক্ষু, শূকর, মহিষ, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি হইতে ও নানাবিধ ভয়, নানাবিধ রোগ, নানা উপদ্রব হইতে দেবগণ রক্ষা করুন।

মহামঙ্গল সুত্তং।

(নিদানং।)

য়ং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তয়িংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং;
দেসিতং দেবদেবেন সব্বপাপবিনাসনং,
সব্বলোক হিতত্থায় মঙ্গলং তং ভণামহে—

(সুত্তং।)

এবম্মে সুতং — একং সময়ং ভগবা, সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা, য়েন ভগবা তেনুপসঙ্কমি উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝভাসি—

১। বহূ দেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং।
আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং॥

২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা।
পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৩। পতিরূপদেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা।
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৪। বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্খিতো।
সুভাসিতা চ য়া বাচা, এতং মঙ্গল মুত্তমং॥

৫। মাতা-পিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সঙ্গহো।
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ॥

৬। দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো।
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং ॥

৭। অরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো।
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং ॥

৮। গারবো চ, নিবাতো চ, সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা।
কালেন ধম্মসবণং, এতং মঙ্গলমুত্তমং ॥

৯। খন্তি চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং।
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং ॥

১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ, অরিয়সচ্চানদস্সনং।
নিব্বাণ-সচ্ছিকিরিয়া চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ॥

১১। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি।
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গল মুত্তমং ॥

১২। এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা।
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি ॥

মহাস্থবির আনন্দ প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন কালে মহাকশ্যপ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

আমি এইরূপ শুনিয়াছি—এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী নগরের নিকটে জেতবন উদ্যানে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিহারে বাস করিতেছিলেন। তখন একজন অতিশয় সুন্দর

দেবতা শরীরের সৌন্দর্য্যে সমুদয় জেতবন আলোকিত করিয়া রাত্রি-শেষে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দাঁড়াইয়া গাথায় বলিলেন—

১। ইহ ও পরকালে সুখ লাভের আশায় বহু দেবতা ও মানুষ মঙ্গল চিন্তা করিয়াছিলেন। (কিন্তু কিসে মঙ্গল হয় স্থির করিতে পারেন নাই)। আপনি সেই উত্তম মঙ্গল বলুন।

দেবতার অনুরোধে ভগবান বলিতে লাগিলেনঃ—

২। অজ্ঞানীর সেবা না করিয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের পূজা করা উত্তম মঙ্গল।

৩। যে দেশে থাকিলে ধর্ম্মতঃ জীবন যাপন করিতে পারা যায় সেইরূপ দেশে বাস; পূর্ব্বকৃত পুণ্যে পুণ্যবান থাকা ও নিজকে সম্যক্ পথে স্থাপিত করা উত্তম মঙ্গল।

৪। বহুশ্রুততা বা খুব শাস্ত্র-জ্ঞান, শিল্প শাস্ত্রে জ্ঞান, বিনয় সুন্দররূপে শিক্ষা ও মিথ্যাদি না বলিয়া সুবাক্য ভাষণ করা উত্তম মঙ্গল।

৫। মাতাপিতার সেবা, ভরণপোষণ ও সদুপদেশাদি দ্বারা স্ত্রীপুত্রের উপকার করণ ও পাপ শূন্য ব্যবসা করা উত্তম মঙ্গল।

৬। দান দেওয়া কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক ধর্ম্মাচরণ, জ্ঞাতিগণের ভরণপোষণ ও সদুপদেশাদিদ্বারা জ্ঞাতিগণের উপকার করণ ও বুদ্ধপূজাদি দোষ বিরহিত কর্ম্ম করা উত্তম মঙ্গল।

৭। মানসিক পাপে অরতি বা অনাসক্তি, শারীরিক বা বাচনিক পাপে বিরতি, পাপ পরিত্যাগ, মদ্যপানে সংযম বা মদ, ভাং ইত্যাদি নেশা দ্রব্য পরিত্যাগ, অলসতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রমত্ত ভাবে পুণ্য কর্ম্ম করা উত্তম মঙ্গল।

৮। পূজনীয় ব্যক্তিগণকে ভক্তি, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদা বিনয় প্রদর্শন, যাহা পাওয়া যায় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা, কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও যথাকালে ধর্ম্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

৯। ক্ষমা, গুরুজনের আদেশ পালন, শীলবান শ্রমণ-গণকে দর্শন ও যথা সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ উত্তম মঙ্গল।

১০। পাপ বিনাশের জন্য তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন, চারি আর্য্য সত্য প্রত্যক্ষ করণ ও নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার উত্তম মঙ্গল।

১১। লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত বিচলিত না হওয়া, শোকহীনতা, রাগ-দ্বেষ-মোহ-হীনতা ও কামাদির ভয়হীনতা উত্তম মঙ্গল।

১২। উপরে যে সকল মঙ্গল কর্ম্মের কথা বলা হইল সে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া দেবগণ ও মনুষ্যগণ সর্ব্বত্র জয়লাভ ও মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের উত্তম মঙ্গল।

রতন সুত্তং।

(নিদানং)

কোটি সতসহস্সেসু, চক্কবালেসু দেবতা;
য়স্সাণম্পটিগ্গণহন্তি, য়ঞ্চ বেসালিয়া পুরে।

রোগামনুস্সদুব্ভিক্খ সম্ভূতন্তিবিধং ভয়ং;
খিপ্পমন্তরধাপেসি, পরিত্তং তং ভণাম হে—

(সুত্তং)

১। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি—
ভুম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু—
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে—
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি য়ে বলিং—
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা।

৩। য়ঙ্কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা—
সগ্গেসু বা য়ং রতনং পণীতং।
ননো সমং অত্থি তথাগতেন—
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং;
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং —
য়দজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি —
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৫। য়ং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণয়ীসুচিং —
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি —
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং ;
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৬। য়ে পুগ্গলা অট্‌ঠসতং পসত্থা —
চত্তারি এতানি য়ুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয়্যা সুগতস্স সাবকা —
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। য়ে সুপ্পয়ুত্তা মনসা দল্হেন —
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্হ —
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৮। যথীন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া—
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি —
য়ো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৯। য়ে অরিয়সচ্চানি বিভাবয়ন্তি —
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভূসপ্পমত্তা —
ন তে ভবং অট্ঠমং আদিয়ন্তি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১০। সহাবস্স দস্সন সম্পদায় —
তয়স্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ —
সীলব্বতংবা'পি য়দত্থি কিঞ্চি।
চতূহপায়েহি চ বিপ্পমূত্তো —
ছ চা'ভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং —
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায় —
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা।

ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১২। বনপ্পগুম্বে য়থা ফুস্সিতগ্গে —
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরং অদেসয়ী —
নিব্বাণগামিং পরম হিতায়।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো —
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসয়ী।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং —
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণ বীজা অবিরূল্হি চ্ছন্দা —
নিব্বন্তি ধীরা য়থায়ং পদীপো।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং —
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

১৫। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি —
ভূম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে;
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং —
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

১৬। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি —
ভূম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে;
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং—
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

১৭। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি —
ভূম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে;
তথাগতং দেবমনুস্স পূজিতং —
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

—•—

রত্ন-সূত্র

শত সহস্র কোটি চক্রবালবাসী দেবগণ যাহার আদেশ প্রতিপালন করেন এবং যাহা বৈশালী নগরে রোগ, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষজাত তিন প্রকার ভয় সত্বর দূরীভূত করিয়াছিল সেই রত্নসূত্র পাঠ করিতেছি।

১-২। ভূচর ও খেচর যেই প্রাণিগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছ তোমরা সকলেই আনন্দিত হও এবং আমার বাক্য মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। যেহেতু সদ্ধর্ম্ম পরম দুর্লভ তাই তোমরা সকলে মনোযোগ দিয়া আমার উপদেশ শ্রবণ কর। মানবগণ দিবারাত্রি তোমাদিগকে পুণ্যাংশ দান করিতেছে, তাই তাহাদের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হইয়া অপ্রমত্ত ভাবে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩। মনুষ্য লোকে বা স্বর্গাদিতে বুদ্ধ-রত্নের ন্যায় আর কোনও রত্ন নাই। বুদ্ধ-রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৪। ধ্যানমগ্ন শাক্যমুনি যে লোভ দ্বেষ মোহক্ষয়, বিরাগ ও উত্তম অমৃত ধর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, সে ধর্ম্মের সমান কিছুই নাই। ধর্ম্ম রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৫। বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুচি সমাধির প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাহার ফল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায় তাহার সমান অন্য কোন সমাধি নাই। ধর্ম্ম রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৬। যে অষ্ট পুদ্‌গল বুদ্ধাদি সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত, যাঁহারা মার্গস্থ ও ফলস্থ হিসাবে চারিযোড়, তাঁহারা সুগতের শ্রাবক, এবং দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র। ইঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়। সংঘ রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৭। যাহারা নিষ্কাম এবং গৌতমের শাসনে স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট, তাঁহারা অমৃতে ডুব দিয়া বিনামূল্যে লব্ধ নির্ব্বাণ ভোগ করিতেছেন এবং প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সংঘ রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৮। ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্রখীল চতুর্দ্দিকে বায়ুতে কম্পিত হয় না। যিনি চতুরার্য্য সত্য প্রজ্ঞাচক্ষুতে দর্শন করিয়াছেন সে সৎপুরুষকে ও আমি ইন্দ্রখীলের সঙ্গে তুলনা করি। সংঘ রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

৯। গভীরপ্রাজ্ঞ কর্ত্তৃক সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত চারি আর্য্য সত্য যাঁহারা বিস্তার ভাবে প্রকাশ করেন, অত্যন্ত প্রমত্ত হইলেও তাঁহারা অষ্টমবার ভবে জন্ম গ্রহণ করেন না। সংঘ রত্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক এই সত্য বাক্যের দ্বারা তোমাদের মঙ্গল হউক।

এই গাথা দ্বারা স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করা হইয়াছে।

১০। স্রোতাপন্ন ব্যক্তির দর্শনসম্পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু সৎকায় দৃষ্টি, সন্দেহ বা শীলব্রত এই তিন ধর্ম্ম থাকে, তাহা দূরীভূত হয়। তিনি চারি

প্রকারের অপায় হইতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সংঘে এই রত্নত্বও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

১১। তিনি কায়, বাক্য বা মনে কোন পাপ করিয়া গোপন করিতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন অসম্ভব। সংঘে এই রত্নত্ব ও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

১২। গ্রীষ্মকালে প্রথম মাসে অর্থাৎ চৈত্রমাসে বনে ও প্রগুল্মে বৃক্ষ লতাদির শাখা সহ প্রস্ফুটিত ফুলে যেমন শোভা যুক্ত হয় সেইরূপ স্কন্ধ আয়তন শীল সমাধি প্রভৃতি পুষ্পের দ্বারা শোভাযুক্ত নির্ব্বাণ প্রাপক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পরম হিতের জন্য ভগবান প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধে এই রত্নত্ব ও শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

১৩। বর (শ্রেষ্ঠ), বরজ্ঞ (নির্ব্বাণজ্ঞ) বরদ (বিমুক্তি সুখদাতা), বর (উত্তম প্রতিপদা) আহরণকারী, অনুত্তর (বুদ্ধ) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধে এই রত্নত্ব ও (স্বর্গস্থ বা পৃথিবীস্থ অপর রত্ন বা বিত্ত সকল হইতে) শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

১৪। (সংঘে যাঁহারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত) তাঁহাদের পুরাতন কর্ম্ম ক্ষীণ, আর নূতন কর্ম্মের উৎপত্তি নাই, পুনর্জন্মে তাঁহাদের আসক্তি নাই, তাঁহাদের পুনর্জন্মের বীজ ক্ষীণ (বিনষ্ট), আর তাঁহাদের বৃদ্ধির ইচ্ছা নাই। সেই সকল পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই প্রদীপের মত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংঘে এই রত্নত্বও (স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ অপর রত্ন বা বিত্ত সকল হইতে) শ্রেষ্ঠ। এই সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হউক।

১৫। তৎপর ইন্দ্র বলিলেন:—ভূচর ও খেচর যে সকল ভূত এইখানে সমবেত হইয়াছে, আইস সকলে মিলিয়া দেব মনুষ্যের পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কার করার ফলে সকলের শুভ হউক।

১৬। ১৭। এই গাথাদ্বয় ১৫শ গাথার মত। কেবল 'ধম্মং' ধর্ম্মকে ও 'সংঘং' সংঘকে এই মাত্র প্রভেদ।

করণীয় মেত্ত সুত্তং ।

(নিদানং)

যস্সানুভাবতো যক্খা, নেবদস্সেন্তি ভিংসনং
যম্হি চেবানুয়ুঞ্জন্তো, রত্তিন্দিবমতন্দিতো।
সুখং সুপতি সুত্তো চ, পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি ;
এবমাদি গুণূপেতং পরিত্তন্তং ভণাম হে।

১। যে পরিত্রাণ মন্ত্রের প্রভাবে যক্ষগণ ভয় দেখাইতে পারে না, যাহা দিবারাত্রি আলস্যহীন হইয়া ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রাহীন ব্যক্তি ও সুখে নিদ্রা যায় এবং নিদ্রিত ব্যক্তি কোন পাপ স্বপ্ন দেখে না এইরূপ গুণযুক্ত সেই পরিত্রাণ বলিব।

(সুত্তং ।

১। করণীয়মত্থকুসলেন —
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ।
সক্কো উজূচ সুজূ চ —
সুবচোচ'স্স মুদু অনতিমানী

২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ —
অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুক বুত্তি।
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ —
অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি—
যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয়্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু —
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।

৪। যে কেচি পাণ ভূত'ত্থি —
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।

দীঘা বা য়ে মহন্তা বা —
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুক থূলা।

৫। দিট্ঠা বা য়ে চ অদিট্ঠা —
য়ে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা —
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

৬। ন পরোপরং নিকুব্বেথ —
নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি।
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা —
নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয়্য।

৭। মাতা য়থা নিয়ং পুত্তং —
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু —
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং —
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ —
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

৯। তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা —
সয়ানো বা য়াবতস্স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্ঠেয়্য —
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

১০। দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম —
সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো।

কামেসু বিনেয্য গেধং —
নহি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতী'তি।

বঙ্গানুবাদ

১। লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা নির্ব্বাণপদ শান্ত বলিয়া জানিয়া তৎলাভেচ্ছু ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য তাহা এইঃ—সমর্থ হইবে, ঋজু হইবে, সুঋজু, সুবাধ্য, মৃদু স্বভাব ও অভিমানহীন হইবে।

২। সর্ব্বদা যথা লাভে সন্তুষ্ট চিত্ত, সুভরণীয়, অল্পকৃত্য, সংলঘুকবৃত্তি, শান্তেন্দ্রিয়, প্রজ্ঞাবান, অপ্রগল্‌ভ এবং গৃহস্থদের প্রতি অনাসক্ত হইবে।

৩। এমন কোন ক্ষুদ্র আচরণ করিবে না যাহাতে অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করিতে পারে।

সর্ব্বদা মনে মনে ভাবনা করিতে হইবে যে—সকল প্রাণী সুখী হউক, নির্ভয় হউক, ও মানসিক সুখ ভোগ করুক।

৪। যে সমস্ত সভয় বা নির্ভয়, দীর্ঘ, বড়, মধ্যম, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র অথবা স্থূল, প্রাণী আছে, তাহারা সকলে সুখী হউক।

৫। অথবা দৃষ্ট আর যাহারা অদৃষ্ট, যাহারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে, যাহারা জন্মিয়াছে বা যাহারা জন্মিবে সে সকল প্রাণীই সুখী হউক।

৬। একে অপরকে বঞ্চনা করিও না, কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। কোথাও আক্রোশ বা হিংসা বশতঃ কাহারও দুঃখ কামনা করিও না।

৭। মাতা যেমন নিজের জীবন দিয়াও একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করিয়া থাকে সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করিবে।

৮। উদ্ধে, অধোদিকে ও মধ্যদিকে যে সকল প্রাণী আছে, তাহাদের প্রতি অপ্রমাণ মৈত্রী ভাবনা করিবে এবং এইরূপে মৈত্রী ভাবনা করিতে করিতে ভেদজ্ঞান-রহিত, বৈর ও শত্রুতা শূন্য হইবে।

৯। দাঁড়ান অবস্থায়, চলিতে চলিতে, বসিয়া বসিয়া, শুইয়া শুইয়া, যতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িবে না ততক্ষণ এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করিবে অর্থাৎ এই মৈত্রী ভাবনা করিতে থাকিবে। ইহাকেই ব্রহ্ম বিহার বলে।

১০। শীলবান ও সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করিয়া অনাগামী হওত পুনর্ব্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করিতে আসেন না।

মহাকস্‌সপ্থের বোজ্‌ঝঙ্গং।

(নিদানং)

যং মহাকস্সপথেরো পরিত্তং মুনি সন্তিকা,
সুত্বা তস্মিং খণেয়েব অহোসি নিরুপদ্দবো,
বোজ্ঝঙ্গ বলসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে।

মহাকশ্যপ স্থবির ভগবান বুদ্ধের নিকটে যেই বোধ্যঙ্গ পরিত্রাণ শ্রবণ মাত্রেই নিরুপদ্রব হইয়াছিলেন, সেই বোধ্যঙ্গ বল যুক্ত পরিত্রাণ আমরা পাঠ করিতেছি।

(সুত্তং)

এবং মে সুতং একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা মহাকস্সপো পিপ্ফলী গুহায়ং বিহরতি; আবাধিকো দুক্খিতো বালহগিলানো; অথখো ভগবা সায়ণহ সময়ং পতিসল্লানা বুট্‌ঠিতো; য়েনায়স্মা

মহাকস্সপো তেনুপসঙ্কমি উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি; নিসজ্জ খো ভগবা, আয়স্মন্তং মহাকস্সপং এতদবোচ।

২। কচ্চি তে কস্সপ খমনীয়ং? কচ্চি য়াপনীয়ং? কচ্চি দুক্খা বেদনা পটিক্কমন্তি নো অভিক্কমন্তি? পটিক্কমোসানং পঞ্ঞায়তি নো অভিক্কমোতি? ন মে ভন্তে খমনীয়ং ন য়াপনীয়ং বাল্হা মে দুক্খা বেদনা অভিক্কমন্তি নো পটিক্কমন্তি; অভিক্কমোসানং পঞ্ঞায়তি নো পটিক্কমোতি।

৩। সত্তি মে কস্সপ বোজ্ঝঙ্গা ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তি। কত মে সত্ত?

সতিসম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি। ধম্মবিচয় সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি; বিরিয়সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি। পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি। পস্সদ্ধি সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি। উপেক্খা-সম্বোজ্ঝঙ্গো খো কস্সপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।

৪। ইমে খো কস্সপ সত্ত বোজ্ঝঙ্গা; ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তী'তি। তগ্ঘ ভগবা বোজ্ঝঙ্গা তগ্ঘ সুগত বোজ্ঝঙ্গাতি।

৫। ইদমবোচ ভগবা অত্তমনো আয়স্মা মহা কস্সপো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি। বুট্ঠাহি চা'য়স্মা মহাকস্সপো তম্হা আবাধা তথা পহীনো চায়'স্মতো মহাকস্সপস্স সো আবাধো অহোসী'তি।

আমি এইরূপ শুনিয়াছি,—এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেণুবন স্থিত কলকন্দক নিবাপ নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ অতিশয় রোগ দুঃখে পীড়িত হইয়া পিপ্পলী নামক গুহায় বাস করিতেছিলেন। তখন ভগবান সন্ধ্যাকালে বিবেক স্থান হইতে উঠিয়া স্থবিরের নিকটে উপস্থিত হইয়া একটি সজ্জিত আসনে বসিলেন। জিজ্ঞাসিলেন— তোমার অবস্থা কেমন? রোগ কমপক্ষে আছে না বৃদ্ধিপক্ষে? না ভন্তে, কমিতেছেনা বরঞ্চ রোগ বাড়িয়া যাইতেছে। শুন কশ্যপ, আমার ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সাতটি বোধ্যঙ্গ আছে। এই সাতটি ধর্ম্ম অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত করায়। সেই সাতটি এই :--স্মৃতি, ধর্ম্ম বিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা। কশ্যপ এই সাতটি বোধ্যঙ্গ বুদ্ধের মুখে শুনিয়া শ্রদ্ধার সহিত অনুমোদন করিলেন ও তখনই রোগ মুক্ত হইলেন। পুনঃরায় এই রোগে আর কষ্ট পাইতে হয় নাই। (প্রত্যেক রোগীকে এই পরিত্রাণটি শুনান উচিত)

চক্রবর্ত্তী রাজার সপ্তরত্নের সহিত সপ্ত বোধ্যঙ্গটি উপমেয়।

স্মৃতি—চক্রবর্ত্তী রাজার চক্ররত্ন যেমন পূর্ব্বগামী স্মৃতিও তেমন ধর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বগামী। **ধর্ম্মবিচয়**—চক্রবর্ত্তী রাজার হস্তীরত্ন যেমন মহৎ ধর্ম্ম-বিচয়ও তেমন মহৎ। **বীর্য্য**—চক্রবর্ত্তী রাজার অশ্বরত্ন যেমন দ্রুত গমনশীল তেমন বীর্য্যও দ্রুত গমনশীল। **প্রীতি**—চক্রবর্ত্তী রাজার মণিরত্ন যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে, তেমন প্রীতিও পাপান্ধকার বিদূরিত করে। **প্রশ্রব্ধি**—চক্রবর্ত্তী রাজার স্ত্রীরত্ন যেমন কায়-চিত্ত বেদনা উপশম করে, তেমন প্রশ্রব্ধিও কায়-চিত্ত দরদ উপশম করে। **সমাধি**—চক্রবর্ত্তী রাজার গৃহপতিরত্ন ইচ্ছিতক্ষণে যাবতীয় অভাব দূর করিয়া যেমন একাগ্রতা সাধন করে, তেমন সমাধিও নীবরণাদি ত্যাগ করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করে। **উপেক্ষা**--চক্রবর্ত্তী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্ররত্ন যেমন সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ তেমন উপেক্ষা সঙ্কীর্ণ-চঞ্চল চিত্তের প্রতিষেধ করিতে সুনিপুণ।

শীল পরিচ্ছেদ

সাধারণতঃ দেখা যায় জ্ঞানবান মানুষ মাত্রেই দুইটি সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। একটি ইহকালের সুখ, একটি পরকালের সুখ। ইহকালের সুখের জন্য বাড়ী ঘর বিবিধ সরঞ্জাম, জায়গা জমি প্রভৃতি মানুষ মাত্রেই যোগার করিয়া থাকে। সেইরূপ পরকালের সুখের জন্য শীল পালন করা মানুষের অন্য একটি প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ লোক ইহকালের সুখের জন্য যেরূপ লালায়িত ও মনে প্রাণে খাটিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে ব্যতিব্যস্ত, তত্তুলনায় পরকালের যে একটি কর্ত্তব্য আছে তৎপ্রতি প্রায় লোকেই তত প্রয়োগ-প্রয়োজন মনে করে না। তাই শীল পালনের প্রতি উদাসীন। শীল শব্দের প্রকৃত অর্থ সংযম। যাহার যাবতীয় বিষয়ে সংযম নাই, তাহার শুদ্ধিলাভ কোথায় মিলিবে? কাজেই যাহার আচার ব্যবহার অশুদ্ধ, তাহার সাংসারিক জীবনেও সুখ কোথায় মিলিবে? পরকালের সুখত নষ্ট হইবেই। সংযম-শুদ্ধিই মানব জীবনের আদর্শ। কর্ম্ম কর্ম্মফল বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান নর নারী মাত্রেই শীল পালনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং য়াচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিয়ম্পি—ততিয়ম্পি (বলিতে হইবে)

পঞ্চশীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

২। আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরা-মেরেয়-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

অষ্টশীল অধিষ্ঠান

[উপোসথ দিনে ভিক্ষু-শ্রামণদিগের নিকট বা দশশীলধারী উপাসকের নিকট অষ্টশীল অধিষ্ঠান করিতে পারে]

অজ্জ বুদ্ধপঞ্ঞত্তং উপোসথং অধিট্ঠামি।

অষ্টশীল প্রার্থনা

অহং ভন্তে তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং য়াচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিয়ম্পি—ততিয়ম্পি (বলিতে হইবে)।

অষ্টশীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরামেরেয়মজ্জপমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৬। বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্সন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৮। উচ্চসয়ন-মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

দশশীল প্রার্থনা

অহং ভন্তে তিসরণেন সহ দসসীলং ধম্মং য়াচামি অনুগহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে দুতিয়ম্পি—ততিয়ম্পি (বলিতেহইবে)।

দশশীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

২। অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৪। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৬। বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৭। নচ্চগীতবাদিতবিসূকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসণট্‌ঠানা বেরমণীসিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

৯। উচ্চসয়ন-মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

১০। জাতরূপ-রজত-পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

বড়ুয়া জাতির কর্ত্তব্য

বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে জাতীয়োন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি কল্পে একমাত্র প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধ-মিশন। এই মিশন বড়ুয়া জাতির সাধারণ সম্পত্তি। জাতীয়তা হিসাবে অধিকার বজায় রাখিতে হইলে ৫৫ হাজার বড়ুয়ার সুদৃষ্টি এই বৌদ্ধ মিশনের উপর রাখিতে হইবে। মিশনের কায চালাইতে হইলে প্রেসের দরকার। প্রেস বজায় রাখিতে হইলে প্রচুর অর্থের দরকার। এই অর্থদানও ধর্ম্মপ্রাণ লোক ব্যতীত অন্য কেহ করিতে পারে না। আবার বর্ত্তমান বাজারে নাটক-উপন্যাসের যত কাট্‌তি, ধর্ম্মগ্রন্থের কাট্‌তি তত কম। কাজেই এই মিশন প্রেস হইতে যত ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইবে, কিনিবার লোক খুব কমই পাওয়া যাইবে। এখন এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইলে প্রথমত—দেশে-বিদেশে যত বড়ুয়া আছে, সকলকেই যথাশ্রদ্ধা অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত—যাহারা লেখাপড়া জানে তাহাদের সঙ্ঘ-শক্তি পত্রিকার গ্রাহক হইতে হইবে। তৃতীয়ত—প্রেস হইতে মুদ্রিত গ্রন্থাদি সকলে এক এক কপি কিনিয়া মিশন ও প্রেসকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। যদি গ্রন্থাদি কিনিবার লোক না থাকে অচিরে প্রেস বন্ধ হইয়া যাইবে।

তাই আমরা সমগ্র বড়ুয়া জাতিকে এই মিশন ও প্রেসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করি। আপনাদের সাহায্য দ্বারা এই মিশন ও প্রেস প্রতিষ্ঠিত। এখন মিশনের এমন কোন আয় নাই, আপনাদের বিনা সাহায্যে চলিতে পারে। আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিশন ও রামকৃষ্ণ মিশনাদিতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ও আয় আছে। আপনাদের মিশন নূতন। যাহা শ্রদ্ধাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব সঙ্ঘ-শক্তির শেষ ভাগে দেখুন। যদি আপনারা গ্রন্থ কিনিয়াও অর্থ দান না করেন, কি করিয়া এই মিশন চলিবে তাহা একবার সকলকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

নিবেদক

বৌদ্ধ-মিশন-কর্ম্মীসঙ্ঘ।

ভাবিবার বিষয়

"সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি"

বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপাইয়া দান করিবার চেতনা এখনও কোন বৌদ্ধের হয় নাই। এমন কি ধর্ম্মগ্রন্থ দান করিয়া সর্ব্বদানকে পরাজয় করিবার সামর্থ্য ৫৫ হাজার বড়ুয়ার মধ্যে ৫০ জনের আছে কিনা সন্দেহ। যত শাসন দেশ আছে এই ধর্ম্মদানের প্রভাবে ধনী-দরিদ্র সকলে কৃতার্থ হইতেছে। কলিকাতার বদান্য প্রবর বুদ্ধভক্ত শ্রীযুৎ হরিপদ চৌধুরী বঙ্গীয় ভিক্ষু দিগকে শত শত ধর্ম্ম গ্রন্থ দান দিয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দেখাইতেছেন। সমাজে কি এমন এক শত লোকও নাই, ৫০৲ টাকা ব্যয়ে এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপাইয়া সমাজকে ধর্ম্মশিক্ষার সুযোগ দিতে পারেন? তেমন প্রাণবন্ত লোক বড়ুয়া সমাজে জন্মগ্রহণ কি করেন নাই? তাহা একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন। সমাজের মধ্যে যাঁহারা ধনী ধর্ম্মার্থে তাঁহাদের ধন ব্যয় করুন। সমাজে যাঁহারা বিদ্বান ও জ্ঞানবান সমাজকে তাঁহারা বিদ্যা ও জ্ঞানদান করিয়া অর্জ্জিত বিদ্যার সুব্যবহার করুন। দেখিবেন সমাজ—আপনাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে। বর্ত্তমানে ত্যাগের যুগ। বিশ্বময় ত্যাগের সাড়া পড়িয়াছে। বুদ্ধের অহিংস মন্ত্রে সকলে দীক্ষিত হইতেছে। বঙ্গীয় বৌদ্ধগণ জাগ্রত হউন, চক্ষু মেলিয়া দেখুন বড়ুয়া সমাজ যে ভাসিয়া যায়। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সমাজকে গঠন করিতে সকলে সচেষ্ট হউন।

নিবেদক
বৌদ্ধ-মিশন-কর্ম্মীসঙ্ঘ।

Printed by P. L. Sthavir at the Buddhist Mission Press, Kandawglay, Rangoon.

Acc. 4139/9935

द. नं. ११३५